বন-ফুল-হার।

গীতি-কাব্য।

শ্রীমতী তরঙ্গিণী দাসী প্রণীত।

শ্রীসুশীলচন্দ্র নিয়োগী কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

সন ১৩০৫ সাল।

মুল্য ।০ চারি আনা।

কলিকাতা;

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, "বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী" হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

২নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট্, "ভিক্টোরিয়া-প্রেসে"
শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস দ্বারা মুদ্রিত।

সূচিপত্র।

উপহার

আঁকিলাম এক দিন বালিকা হৃদয়ে মম,
শুভ্র চন্দ্রে অভিনব,
সেই চারু চিত্র তব,
সে ছবি কালের নীরে মুছিয়াছে প্রিয়তম,
আজি কত বর্ষ ধরি,
সেই স্মৃতি বুকে করি,
এক মনে এক ব্রতে আছি চির তপস্থায়,
সেই সেফালির বাসে,
আজি এ হৃদয় ভাসে,
যেই পূর্ণ ইন্দু ছবি খেলে নীল যমুনায়।
বিজন কাননে দূরে,
নন্দনে ত্রিদিব পূরে,
সেই খানে আছ তুমি এস আজি প্রিয়তম,
জীবন আঁধার রাতি,
স্তিমিত প্রদীপ ভাতি,
ধ্রুব তারা রূপে তায় কর আলো বিতরণ ;

জগতে যে আঁখি জল,
ঝরিয়াছে অবিরল,
শুখাইবে সেই অশ্রু ভব-জলধির পারে,
তাই উদাসিনী বেশে,
ম্লান মুখে এলো কেশে,
সাজাইনু শ্রীচরণ আজি বন-ফুল-হারে।

বন-ফুল হার

সরস্বতীর আবাহন।

১
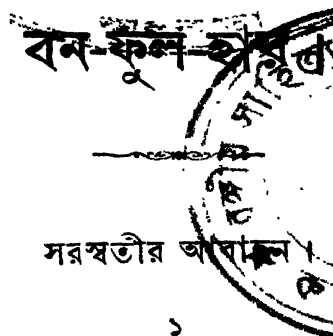
আজি পুণ্যময়ী বঙ্গে বসন্তের শ্রীপঞ্চমী,
চারি দিকে পরিস্ফুট সুষমা নয়ন রমি ;
চারুমুখে তুলি হাসি,
উথলে লাবণ্য-রাশি,
ছাড়িয়া নন্দন-বন এসেছে বসন্ত-রাণী,
পূজিতে নলিনে গাঁথা শ্রীচরণ—বীণাপাণি !

২

কত দিন গত সেই আছে কি গো মনে, বাণি !-
দুঃখিনী নন্দিনী তব পূজিল মা পা দুখানি ;
এত দিন হৃদি-ভূমে,
আবৃত ছিল মা ধূমে,
এ পবিত্র দিনে আজি সে কুহেলি অবসান ;
জাগিয়াছে হৃদে তাই শ্রীচরণ অভিরাম।

৩

ফেলিয়া মা প্রতি পলে আঁখি জল ধীরে ধীরে,
ভাসিয়াছি এতদিন অনন্ত অকূল নীরে ;
আজি সার আঁখি জল,
আশার আকাশ তল,—
বিভাসিয়া দেখ মা গো বিজলিত সৌদামিনী,
তাই মা শ্রবণে শুনি তব বীণা সুনাদিনী।

৪

পুণ্য পদ নিরখিয়া বসন্ত যে পরকাশ,
অম্বরে রজত রেখা পঞ্চমীর চন্দ্রভাস ;
চন্দনের মৃদু বাসে,
মলয় অনিল আসে,
অচেত জগতে ঢালি সুধামৃত সঞ্জীবনী,
আনিয়াছে চরাচরে কি আনন্দ-প্রবাহিনী।

৫

সহকারে ফুটিয়াছে চূতমঞ্জরীর দাম,
চূত-মধু লুটি অলি গায় বসন্তের গান ;
কুহরে কোকিল কল,
মুখরিত বনতল,
ললিতে পাপিয়া ডাকে ঝঙ্কারিয়া পরে পরে :
এস দেবি শ্বেতাসনে ! উতরি অবনী' পরে।

৬

সাজানু আসন-তুলি হৃদয়-কমল-দল,
রাখ সে কমলাসনে শ্রীচরণ সুবিমল ;
আঁখি জল বরষিয়ে,
পুণ্যপদ প্রক্ষালিয়ে,
সে গলিত বিন্দু দিয়ে গাঁথি মালা মুকুতার,—
পরাইব ভক্তি ভাবে রাঙা পায়ে মা তোমার।

৭

নেহারি বসন্তে আজি—
ফুটেছে অশোক দেখ তরুশিরে থরে থরে,
তুলি সে কুসুমে—মালা গাঁথিলাম যত্ন ক'রে ;
অষ্টাদশ বর্ষ ধ'রে,
যে অনল স্তরে স্তরে,
মরমে জ্বলিয়া ছিল, পরি ও অশোক হার,
অশোক হইল মা গো মরমের শোকভার !

৮

অশোক করিয়া হৃদি সে পূর্ব্ব-উচ্ছ্বাস-ভরে,
আবার দেখগো দেবি ! বহে স্রোত অকাতরে :
হৃদি মাঝে পুনরায়,
সেই চন্দ্র শোভা পায়,
সেই চন্দ্র করে স্ফুট মরম-কুসুম-দামে ;
অগন্ধ বিশুষ্ক মালা গাঁথিয়াছি মনোরমে !

৯

আঁখিজল মুক্তামালা আর এই ফুলহার,
জড়াইয়া পদ্ম-পদে দিলাম মা উপহার;
রাখিও চরণ তলে,
ফেলিয়া দিওনা জলে,
অগন্ধ বলিয়া মালা ফেলিবে কি বীণাপাণি?
কোথা পাব রত্নমালা—দরিদ্রা দুঃখিনী আমি!

জগতের সুখ যত এ মর জনম মত,
কৈশোরে মা বিসর্জ্জন করিয়াছি যুগপত!
রেখেছি সঞ্চয় করি,
অশ্রুজল হৃদি ভরি,
প্রতিপদে নিষ্পেষণে করিবারে হাহাকার;
মরম পাষাণ করি রেখেছি কেবল আর!

১১

জ্বলন্ত-অদৃষ্ট নিয়ে আসিয়াছি ভবতলে,
অনাথিনী অভাগিনী রূপে পুনঃ যাব চ'লে:
দুঃখ খেদ নাহি তায়,
যেন পূজিবারে পায়,
তোমার চরণ দেবি! এই ভিক্ষা শ্রীচরণে;
কেহ যেন আঁখিজল নাহি দেখে ত্রিভুবনে!

১২

এই মাত্র ভিক্ষা চাই—

দুঃখিনী-অদৃষ্টাকাশে একমাত্র ধ্রুব-তারা,

ঢাকিয়া তিমিরে আর, করোনাক পথহারা

সেই তারা লক্ষ্য করি,

অকূলে বিপন্ন তরী,

ভাসে যেন আমরণ, এস মা কমলাসনে!

বসন্ত-পঞ্চমী আজি, দুঃখিনীর আবাহনে।

বাল্মীকি।

কবি-কুঞ্জ-বন-মাঝে, কে তুমি অপূর্ব্ব সাজে,

বিরাজ অনন্তাসনে অমর আকারে?

করে ধরি বীণাযন্ত্র, রামনাম মহামন্ত্র,

গাহিতেছ দিবানিশি মধুর ঝঙ্কারে;

নমি আমি কবিগুরু বাল্মীকি, তোমারে।

কবিত্ব কাহারে বলে, কে জানিত ধরাতলে?

নিমজ্জিত ছিল ভাষা ঘোর অন্ধকারে;

কঠোর তপস্যা ক'রে তুমি না আনিলে পরে,

পাইত কি এ অমৃত মানব সংসারে?

তমসা-তটিনী-কূলে, যোগে মগ্ন বৃক্ষমূলে

বসেছিলে তুমি দেব! মুদিত-নয়নে।

ক্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চী প্রেমভরে, প্রেমসুখে খেলা করে,
নিষাদ হানিল বাণ নির্ম্মম মরমে ;
লুটাইল ক্রৌঞ্চকায়, কাঁদে ক্রৌঞ্চী উভরায়,
প্রিয়তমে বেড়ি কাঁদে সকরুণ স্বরে ;
বিলাপ-করুণ-গান, স্পর্শিল তোমার প্রাণ,
অপূর্ব্ব ত্রিদিবজ্যোতিঃ ললাটে নিঃসরে।

শ্বেতরূপে আলো করি, বীণাযন্ত্র করে ধরি,
কামিনী কমলময়ী সম্মুখে দাঁড়ায় ;
সে বিলাপে অনর্গলে, তোমার ও কণ্ঠতলে,
করুণা-অমৃত-স্রোত প্রবাহিয়ে যায়।

সে অমৃত কবিতায়, গাঁথি নব মালিকায়,
অরপিলে সারদার কমল-চরণে ;
বিমল ভকতি-স্রোত উচ্ছ্বাসিত মনে।

করুণা প্রতিমা খানি, সহ আশীর্ব্বাদ বাণী
কল্পনা-সুধার খনি তোমারে সঁপিলা ;
ছয় রাগ ফুল্লমনে, ছত্রিশ রাগিণী সনে
সুধা মাখা রসনায় আসন পাতিলা।

বীণায় তুলিয়া তান, গাহিলে অপূর্ব্ব গান—
রামায়ণ, সুধারসে জগত মোহিল ;
স্বরগ মরত পুর, চমকিত সুরাসুর,
কবি ধন্য, কবি ধন্য,—এ ধ্বনি ধ্বনিল।

তুমি না দেখালে পরে, কে চিনিত রঘুবরে,
কে জানিত লক্ষ্মণের ভ্রাতৃ-ব্যবহারে ;
ছলে পঞ্চবটী বনে, সীতা হরে দশাননে,
বন্দিনী অশোক-বনে চেড়ির প্রহারে।
বিটপী প্রস্তর পাশে, বাঁধি সেতু অনায়াসে,
দুরন্ত রাক্ষস কুল সংহারিল রণে ;
কেনা কাঁদে হয়ে দুঃখী, হেরি সীতা বিধুমুখী,
পঞ্চ মাস গর্ভবতী বাল্মীকির বনে ?
লব, কুশ বীণা ধ'রে, রামায়ণ গান করে,
পাতালে প্রবেশে দুঃখে জনকনন্দিনী ;
কাব্যের জগত খুলে, দিলে যবনিকা তুলে,
তাই এ অপূর্ব্ব চিত্র দেখিল মেদিনী।
শারদ-কৌমুদী-সমা, কীর্ত্তি তব নিরুপমা,
[illegible]
কেহ না ভুলিবে ভবে, যতদিন সৃষ্টি রবে,
যতদিন চন্দ্র সূর্য্য করিবে ভ্রমণ।
"আদি কবি বাল্মীকি, স্মৃতির মন্দিরে রাখি,
কোটী কণ্ঠে নরনারী করিবে ঘোষণা ;
আজগত এক মনে, প্রণমিবে শ্রীচরণে,
তোমার অপূর্ব্ব সৃষ্টি অতুল্য কল্পনা।
লোকহিত কামনায়, অনাহারে অনিদ্রায়,
স্বরগের ধন তুমি এনেছ ধরায় ;

খুলিয়া কপাট কবি, পারে দেখাইতে ছবি,
সপ্ত স্বরগের পরে কি আছে কোথায়।
জলধি উরসে ভাসে, ক্ষুদ্র বিম্ব অনায়াসে,
পারে কবি গাঁথিবারে মল্লিকা তথায়;
কল্পনা সঙ্গিনী সনে, ভ্রমিতে বিজন বনে,
কবি বই কেবা জানে কি সুখ তাহায়?
ধন্য নরকুলোত্তম, কবিকুল-রত্নোপম,
আদর্শ জগতী-তলে অমর জীবন;
ভক্তিভরে পূজি তব যুগল চরণ।

যোগী।

পোহায়েছে বিভাবরী, মলিন-মূরতি ধরি,
পশ্চিম গগনে শশী পড়েছে ঢলিয়া;
সারা নিশি জেগে তারা, নিদ্রায় আকুল-পারা,
নীলনভ-পারাবারে গিয়াছে ডুবিয়া।
প্রিয়-সহচরী সঙ্গে, আনন্দে বিপুল রঙ্গে,
গিয়াছেন নিদ্রাদেবী ত্যজি মর্ত্ত্যধাম;
যামিনী-তিমির-রাশি, ভূধর-গহ্বরে-আসি,
অরুণের ভয়ে যেন করিছে বিশ্রাম।
অনন্ত বিস্তৃত কায়, দিগন্তর শোভা পায়,
শান্তিময় ভাব ভবে আনন্দে বিরাজে;

অদূরে নির্ঝর-শব্দ, নীরব প্রকৃতি স্তব্ধ,
সেজেছে ভূধর আজি তুহিনের সাজে।
ঊর্দ্ধে যেন তুলে হাত, করে শত প্রণিপাত,
ধাতার উদ্দেশে গিরি সানন্দ অন্তরে;
অশান্ত আদুরে মেয়ে, একাকিনী ফিরে ধেয়ে,—
"প্রতিধ্বনি" কুহকিনী গিরীন্দ্র-কন্দরে।
এ হেন নিসর্গ ভবে, কে কোথা দেখেছে কবে,
মধুরে মধুর মিশি মধুরে গড়ায়;
গিরিবর-অঙ্কদেশে, চির-জ্যোতির্ম্ময় বেশে,
কে গো অই যোগিবর বসেছে পূজায়?
প্রশান্ত ললাট'পরে ব্রহ্মতেজ পড়ে ঝ'রে,
প্রশান্ত-হৃদয়ে শান্তি-স্রোত ব'হে যায়;
উদার গগন'পরে বালসূর্য্য খেলা করে,
চূর্ণ কনকের ধারা পড়িছে ধরায়।
স্বর্ণধারা মাখি গায় আনন্দে অনিল ধায়,
যোগীর উরস পরে পড়েছে লুটিয়া;
কভু জটাজূট'পরে কভুবা চরণ ধ'রে,
পূজিছে যোগীরে যেন ভক্তিতে গলিয়া।
প্রকৃতির চারুদৃশ্য, বিমল বিশাল বিশ্ব,
বাহ্য সৃষ্টি নাহি কিছু, ঘোর সমাধিতে—
নিমগ্ন যোগীর মন, প্রিয় পরমার্থ ধন,
যতন কেবল সেই রতন লভিতে।

অর্দ্ধ-নিমীলিত আঁখি, প্রসান্ত বদন রাখি,
অনন্য তাপস-মন কিসের কারণ ?
চায় কিগো ধরারাজ্য, অথবা ত্রিলোক-পূজ্য—
ইন্দ্রত্ব, অমরাবতী, নন্দন কানন ?
চায় কিগো যোগিবর, ব্রহ্মলোক মনোহর,
ভবেশ-অতুল্য-পুরী কৈলাস-সদন ?
না, না, না, চাহেনা তাহা, চাহিছে অতুল যাহা
দেবতা-বাঞ্ছিত সেই পরমার্থ ধন।
ব্রহ্মরস সুধাপানে, হারাইয়া বাহ্যজ্ঞানে,
অন্তর জগত মাঝে করে বিচরণ ;
বিকচ নলিনী'পরে, কে হৃদে বিরাজ করে,
যোগীর আরাধ্য চির তপস্যার ধন ?
নবীন নীরদ কায়, বিজলী ঝলসে তায়,
কোটী রবি শশী ফুটে চরণ কমলে ;
আনন্দে বিহ্বল পারা, রূপে হয়ে আত্মহারা,
সুধা পানে মুগ্ধ, মন স্নিগ্ধ পরিমলে।
চাহেনা স্বরগ উচ্চ, ব্রহ্মলোক ভাবে তুচ্ছ,
সঙ্গিনী ভক্তির সহ মোক্ষপদ চায় ;
বিশুদ্ধ পবিত্র মন, ভাবি সেই শ্রীচরণ,
কল্পতরুমূলে বসি গম্ভীরে ধেয়ায়।
কেগো অই যোগিবর বসেছে পূজায় ?

শিশির-বিন্দু।

ধরণীর শ্যাম কণ্ঠে কিবা শোভা নিরমল,
কে তোরা ? কি হেতু হেথা, জিনি কোটি মুক্তাফল !
বোধ হয় গুপ্ত-বেশে,
নীরব-নিশীথে এসে,
ভারত-ভাণ্ডার লুটি লয়েছে তস্কর-দল.
বিগতা দেখিয়া নিশি,
সভয়ে হারায়ে দিশি,
ছুটে যেতে মালা ছিঁড়ে ঝরিয়াছে অবিরল।
নারীর স্নেহের ধন,
নৃপ-শির-বিভূষণ,
কোটী কোটী মুক্তা পড়ি করিতেছে ঝলমল।
কিম্বা,
তিমির বসন দিয়ে,
চারু অঙ্গ আবরিয়ে,
ভারত হেরিতে বুঝি এসেছিল দেবদল :
ভারতের দশা হেরে,
সরমে মরমে ম'রে,
শোক সন্তাপিত মনে, বিদারিয়া হিয়াতল,
এ শ্মশান-ভূমি ছাড়ি,
চলে যেতে তাড়াতাড়ি,

চিহ্ন বুঝি রেখে গেছে নয়নের অশ্রুজল !
আয়, দেখি ভাল ক'রে,
যাবিরে খানিক পরে,
প্রখর ভানুর করে ছাড়িয়া এ ধরাতল !

ঊষা।

সোনার বরণ, সোনার বসন,
সোনার ভূষণ গায় ;
ধীরে ধীরে উলি, পদ্ম-চক্ষু খুলি,
হাসে ঊষা পূর্ব্বাশায়।
প্রশান্ত নয়নে, চায় ধরাপানে,
বিস্ময়ে বিহ্বল মন ;
সুষুপ্তির কোলে, নিদ্রার হিল্লোলে
ধরা আছে অচেতন।
মানবের মেলা, জীবজন্তু-খেলা,
জলধি-কল্লোল প্রায় ;
এবে কিছু নাই, শুদ্ধ সর্ব্বঠাঁই,
মৃদু শ্বাস ব'হে যায়।
ডাকে ঊষা সতী, "উঠ বসুমতি
কত আর নিদ্রা যাও ;
যামিনী বিগত, দুখরাশি হত,
নয়ন খুলিয়া চাও।

কত যে ব্যথায়, কোমল হিয়ায়,
বেদনা পেয়েছ মাগো ;
প্রভাতের বায়, জুড়াইতে কায়,
বহিতেছে, জাগো জাগো।
অদৃষ্ট গগনে, বিমল কিরণে,
দুঃখের তিমির নাশি ;
নয়নরঞ্জন, কনক তপন,
এখনি উদিবে আসি।”
উষার পরশে, আবার হরষে,
জাগিল ধরণী রাণী ;
বাহু পসারিয়ে, কোলে তুলে লয়ে,
চুমিলা বদন খানি।
উষারে বরিতে, আইল ত্বরিতে,
যত কাননের ফুল ;
আগমনী গান, গায় খুলে প্রাণ,
বিহগ বিহগী কুল।
চামর বীজন, মৃদু সমীরণ,
করিছে কোমল অঙ্গে ;
মধুর-আননা, যত দিগঙ্গনা,
নাচিতেছে রঙ্গে ভঙ্গে।
ফল পুষ্প ভরে, নত ধরা’পরে,
বিটপী আশিস্ করে ;

"জয় উষারাণী, মৃত সঞ্জীবনী"
গায় সবে সমস্বরে।
সুনীল অম্বর, সাগর উপর,
লোহিত লহরী বয় ;
ভাঙ্গা মেঘরাশি, ছুটোছুটি আসি,
মাখে সে শোণিত গায়।
কনক বরণ, উঠিল তপন
উদয়-অচল-শিরে ;
নিরখি তপন, সলাজে বদন,
উষা বধূ ঢাকে ধীরে।
দিবসে হেরিয়া যায় পলাইয়া,
উষা সতী মান ভরে ;
অভিমানে ধায়, পাছে নাহি চায়,
অন্তরে গুমুরে মরে।
টুটিল বসন, খুলিল ভূষণ,
এলো থেলো পাগলিনী ;
পশ্চিম সাগরে, ধায় বেগভরে,
ডুবাইতে তনু খানি।
সাধ, না মিটিল, আশা না পূরিল,
হৃদয়ে রহিল শেল ;
গোলাপী কপোলে, বহে অবিরলে,
ঝরি নয়নের জল।

সে নয়ন ধারে গাঁথি মুক্তাহারে,
সরোজিনী হৃদে পরে ;
শ্যামল ধরায়, কাড়ি পুনরায়,
পরে মুক্তা থরে থরে।
উষা আদরিণী, বড় যে মানিনী,
তার যতনের ধন ;
পর গো ধরণি, পর সরোজিনি,
এই মুক্তা নিরুপম।

"মনে মনে ভাবি সদা তাই"।

এই কি গো সাধের মেদিনী
কেন হেথা এত কোলাহল ?
অশান্তি সাগরে নিমগন,
সদা বয় নয়নের জল !
সুধাপানে ক্ষুধা হরে যায়,
সুধা সেই দেবলোকে থাকে ;
মরতের প্রবাদ বচন,
ধরাতল হলাহলে ঢাকে।
শান্তি খুঁজি সর্ব্বত্র-বেড়াই,
কই কোথা শান্তি নাহি পাই ;
কোথা বিভো করুণা-নিদান !
তব পদে শান্তি ভিক্ষা চাই !

যাতনায় জর্জ্জর অন্তর,
জ্বলে সদা মানব পরাণ ;
দূর কর অসীম যন্ত্রণা,
দগ্ধ প্রাণে শান্তি করি দান।
দয়াময় দয়ার নিদান,
দুর্ব্বল হৃদয়ে দাও বল,
মরতের দারুণ যন্ত্রণা,
তবে যে সহিব অবিরল।
আজি হায় বিষাদ-অন্তরে,
দিবা সতী-গিয়াছে চলিয়া .
কা'ল কিন্তু সহাস্য অধরে,
পুনরায় আসিবে ফিরিয়া।
মর্ত্তবাসী ভগ্ন মনোরথ,
সর্ব্বত্রই নিষ্ফল কামনা ;
আশার সর্ব্বোচ্চ অভিলাষ,
বিনিময়ে অনন্ত যাতনা।
আজি যাহা কালের সাগরে,
হতভাগ্য দিল বিসর্জ্জন ;
সহস্র বৎসর আরাধনে,
ফিরে আর পাবে কি কখন !
সদা দগ্ধ ঘোর দাবানলে
কণ্টক বিঁধিছে পায় পায় ;

মনে মনে ভাবি সদা তাই।

হৃৎপিণ্ড বিদারি, নখরে,
যায় নাকো মর্ম্ম যাতনায়।
নিরাশার শোণিতের নদী,
প্রাণ ফাটা হাহাকারময়;
যন্ত্রণার অসীম পয়োধি,
শোকের প্রবল ঝড় বয়।
রত্নে পূর্ণ ধনীর ভাণ্ডার,
নয়নরঞ্জন হর্ম্ম্যতল;
বিলাসের ঘোর আধিপত্য,
প্রকাশিছে যথা অবিরল।
সেখানেও সুখ নাহি হায়,
নাহি তথা শান্তির বিকাশ;
বিষাদের করুণ রোদন,
সার মাত্র সদা হা হুতাশ।
দরিদ্রের পরণ কুটীরে,
বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য অনল;
মর্ম্মান্তিক হাহাকার সম,
বিষাদের বিষময় ফল।
আর বিভো পারিনা সহিতে,
কাতর হয়েছি বড় প্রাণে;
যন্ত্রণার অসীম পয়োধি,
ভাঙ্গে হৃদি প্রবল তুফানে।

বুঝি কোন হতভাগ্য নর,
আদিতে করিয়াছিল পাপ,
সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হেতু,
মানব সমাজ পায় তাপ।
হে বিধাতঃ! বল দয়াময়,
হেন চিত্র করি সুচিত্রিত
কোন দুঃখে নাশি শোভা তার
করিয়াছ কলঙ্ক লেপিত?
যবে তাঁর ইচ্ছায় সৃজন,
হইল এ বিশাল ভুবন;
তখন কি হয়েছিল সাধ
ভাঙ্গিয়া গড়িতে পুনঃ পুনঃ
তাই ভঙ্গপ্রবণ জগত,
মানব মরণশীল ভবে;
মরতের অনিত্য সকলি,
জন্ম, মৃত্যু ভুঞ্জিবে নীরবে
বিশাল ব্রহ্মাণ্ড শোভাময়,
সৌরকরে দীপ্তিময়ী ধরা;
এ সৌর জগত হ'তে মহত্তর,
উদার গগন শোভা ভরা।
একদিন ইহাদের (ও) শেষ,
কালের সাগরে হবে লীন;

প্রলয়ের ঘোর কোলাহলে,
ভবে ভব হইবে বিলীন।
কিম্বা এই মেদিনী মণ্ডল,
পরীক্ষার স্থল হয় জ্ঞান ;
জন্ম জন্মান্তরে পাপ, পুণ্য,
ভুঞ্জিবারে নরের নির্ম্মাণ।
কোন্ ভাবে ভবে আবির্ভাব,
আজ (ও) তাহা জ্ঞানে আসে নাই,
সব অনুমান, সকলি কল্পনা,
মনে মনে সদা ভাবি তাই।

আশা।

১

অয়ি আশা মায়াময়ি !
আমার হৃদয় হ'তে যাও দেবি যাও দূরে,
এ মোহিনী বেশে কেন ফিরিতেছ ঘুরে ঘুরে
বাজায়ে মোহন বাঁশী, অধরে মধুর হাসি,
জড়িত যুগল পাণি অমল কুসুম-হারে ;
ভুলাতে আমারে কেন এস এ হৃদয় দ্বারে ?

২

আমার হৃদয়ে সখি নিরাশার অধিকার,
দিবানিশি সে অনল করিতেছে ছারখার!
দেখগো নয়ন মেলে, দারুণ অনল জ্বেলে,
পুড়াইয়া দেহ মন করেছে অঙ্গার মত,
কামনা বাসনা কলি ভস্মস্তূপে পরিণত।

৩

জীবন বসন্ত সখি চলে গেছে বহুদিন,
দারুণ নিদাঘ-তাপে হইতেছে তনু ক্ষীণ;
ফুটেনারে ফুলকলি, গাহেনা কোকিল অলি.
বহেনা জুড়াতে প্রাণ মলয়ের সমীরণ,
শ্মশান হৃদয় ভূমি অশান্তির নিকেতন।

৪

কেন তবে এ শ্মশানে মিছামিছি ক্লেশ পাও,
তাই বলি প্রাণসখি এথা হতে দূরে যাও;
নিঃসম্বল আমি অতি, কি দিয়ে পূজিব সতি,
দিতেছি বিদায় আমি তোমায় জন্মের মত,
যাও দেবি তব পায় এ মিনতি শত শত।

৫

যাও যথা প্রণয়িনী প্রেমের হৃদয়াকাশে,
আলোকিত দয়াময়ি তোমার অমর ভাসে;

গাঁথি যথা যূথি মালা, আনন্দে প্রেয়সী বালা,
দাঁড়াইয়া তব সনে, প্রহরেক অবসানে,
পরাইয়া প্রিয়-গলে যুড়াবে তাপিত প্রাণে।

৬

কিন্তু এ দুঃখিনী ভালে,—
আমার সে আশা আলো তড়িতের রেখামত,—
সুদূর আকাশে আজি শোভিতেছে অবিরত;
হৃদি পুষ্পে শত শত, গাঁথি মালা মনোমত,
পরাইনু একদিন, আবার গেঁথেছি হার,
কোথা আজি সেই কণ্ঠ পরাইব কারে আর!
হাতে করি সেই মালা—
দেখ এই আশাময়ি ভাসিতেছি আঁখিজলে!
তাই বলি হেথা হ'তে যাও তুমি যাও চ'লে!

৭

যেওনা যেওনা তুমি ওলো আশা বিনোদিনি,
দেখ এ তিমিরাকাশে হাসে স্থির সৌদামিনী;
আবার বেঁধেছি বুক,
হেরিব যে সেই মুখ,
রাখিয়া হৃদয়'পরে যুড়াব নরকানল,
যুড়াইবে চকোরিণী হেরি চন্দ্র নিরমল।

৮

তুমি যে গো আশাময়ি মোহ মন্ত্র দিয়া কানে,
বাঁচাইয়া রেখেছিলে দুঃখিনীরে এ পরাণে :
আজি সেই আশা বাণী
সফল কি হ'ল রাণি ?
ফলিল কি অভাগীর এত সাধনার ফল ?
তাই আশা-অন্ধকারে এত জ্যোৎস্না নিরমল।

৯

কোথা তুমি প্রিয়তম কেন আজি দূরান্তরে ?
বনবাসে এ দুঃখিনী
আঁখি-জলে শতপুষ্পে তব পদ পূজা করে ;
হৃদয়-দেবতা তুমি, পাতিয়া হৃদয় ভূমি,
তব তরে রাখিয়াছি, রাখিব যে আমরণ—
অকলঙ্ক এ পবিত্র মরমের সিংহাসন।

১০

হৃদি রত্ন রাখিয়াছি যতনে অন্তরান্তরে,
রত্ন মণি কাঙ্গালিনী রাখে যথা সমাদরে :
ভিখারিণী চির দীনা
আছিনু সম্বলহীনা,
অই রত্ন বিনা আর এ জগতে নাহি জানি,
যে রতন পরি গলে—
চির ভিখারিণী আশা ! আজি আমি রাজরাণী

১১

তুমি চ'লে গেলে দেবি!
আসিবে যে অন্ধকার, ঘুচিবে আলোক হার,
যে কিরণে এ আঁধারে হাসে চন্দ্র পূর্ণিমার;
যে চারু চন্দ্রের ভাসে
ফুল্লালোকে অনায়াসে
*অকূলে পেয়েছি কূল এ দুরন্ত পারাবারে,
তাই ভিক্ষা—যাইওনা ফেলি মোরে এ আঁধারে

১২

হরিলে এ আলো-রাশি ডুবিব যে অন্ধকারে,
ফুরাইবে জন্মশোধ সুখ সাধ এ সংসারে;
করি প্রাণ-অন্ত পণ যে ব্রতের সংযমন
করিয়াছি এতদিন, করিব তা সমাপন,
অকাতরে বলিদান দিয়ে মম এ জীবন।

১৩

যেওনা যেওনা আশা! মিনতি লো শ্রীচরণে.
এস এস প্রিয়তম! হেরিব যে এ নয়নে;
চন্দ্র মুখ নেহারিয়া যুড়াবে দুঃখিনী-হিয়া,
থাক দেব দাঁড়াইয়া, হেরিব যে একবার,
এস এস আশাময়ি ঢাললো আলোক হার।

১৪

কত দিন গত আজি
দেখেনি যে চন্দ্রমুখ দুঃখিনী নয়ন ভ'রে,
তাই আজি আঁখি-জলে শত নির্ঝরিণী ঝরে ;
তোমারি কৃপায় আজি আশালতা ফুলে সাজি
দুলিতেছে পুনঃ দেবি মলয়ের সমীরণে,
মরিবার সাধ তাই ঘুচিয়াছে এ মরমে ;
তাই আজি সেই মুখ
জাগিয়াছে দুঃখিনীর আঁধার হৃদয়-পুরে,
তাই তব উপাসনা—যেওনা যেওনা দূরে।

পাখী।

কে তুমি বিহগ প্রকৃতির সখা,
অনন্ত অম্বরে ঢালিয়া কায় ;
সমীর-তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে,
কোন্ দেশে চ'লে যেতেছ হায় !
যবে ফুলময়ী উষা বিনোদিনী,
সুখতারামণি ললাটে পরি,
মৃদুল মন্থরে আসে অবতরি
সুগন্ধে জগত মোহিত করি,

নেহারি উষার মধুরিম হাসি,
প্রথমে জাগিয়া আনন্দ ভরে:
তুমি মন-সুখে অমৃতের ধারা,
ঢেলে দাও এই অবনী'পরে।
লুকাইয়া তনু প্রভাতী বন্দনা,
গাও প্রাণ খুলে মধুর স্বরে,
"দয়ার নিধান সর্ব্ব শক্তিমান,
জয় ভগবান" অমৃত ঝ'রে।
তোমার ও রব করিয়া শ্রবণ,
তব সহচরী পুলক-মনে ;
কলকণ্ঠে গায় বীণার ঝঙ্কারে,
অমর করিয়া প্রভাত-বনে।
মধ্যাহ্নে প্রখর রবিকর-ত্রাসে,
বল দেখি কোথা লুকায়ে রও ?
মহাযোগী তুমি যোগব্রতে ব্রতী,
বুঝি সমাধিতে মগন হও ?
ডুবিলে তপন পশ্চিম সাগরে,
লুকাইলে হেম কিরণ ধারা,
আসিয়া তিমির গ্রাসিবে ধরণী,
কাঁদিয়া প্রকৃতি আকুল পারা।
আসি ঝুরঝুর শীতল সমীর,
মুছে আঁখি জল যতন করি ;

করিতে সান্ত্বনা প্রফুল্লবদনা,
　　তারারাণী আসে অম্বরোপরি।
প্রকৃতিবান্ধব তুমিরে বিহগ,
　　আবার আসিয়ে উদয় হও ;
গাও কল স্বরে বসিয়া শাখীতে,
　　কভু মেঘকোলে মিশিয়ে রও ;
খুলি অনর্গলে হৃদয়ের দ্বার,
　　ডুবিয়া পুলকে ধররে তান ;
প্রকৃতির পানে চাহিয়া চাহিয়া,
　　গাও সুললিত মধুর গান !
অই সুললিত সঙ্গীত লহরী
　　প্লাবিয়া অম্বর পড়িছে ঝরি ;
দগ্ধ জগতের প্রাণের ভিতরে
　　সুধারাশি যেন দিতেছে ভরি ;
সেই সুধা পানে বিশ্ব আত্মহারা,
　　হৃদয়-বেদনা গিয়াছে ভুলে ;
নির্ব্বিকার চিতে, বসেছে যোগেতে.
　　স্থাপিয়া হৃদয়ে অনাদি মূলে ;
নব কিশলয় পল্লব আসনে,
　　প্রেমে ঢলঢল ঘোমটা খুলে,
অমল ধবল ফুলবালা দল,
　　নেহারে তোমায় বদন তুলে।

এ মর ভবন কত যে ভীষণ,
কত যে সংসার যাতনাময় ;
অবিরাম গতি, কালচক্র তলে
কিরূপে মানব পেষিত হয়।
আশা অভিলাষ মান অপমান,
রোগের যাতনা শোকের ভার,
পাখি রে জাননা হৃদয় বেদনা,
হতাশ জ্বালার অনল ধার।
বড় সুখী তুই পাখিরে জগতে,
তোর রবে সুখী জগত জনে :
কিন্তু কি বলিব কেন ঝরে আঁখি,
কেন সুখ নাই আমার মনে।
বড় দুখী আমি বড় মর্ম্মাহত,
সতত সন্তাপে দহিছে প্রাণ ;
পলে পলে পুড়ে হ'তেছি অঙ্গার,
এ ভবে জুড়াতে নাহিক স্থান।
বিকল হৃদয়, অতীতের স্মৃতি
কেন পুনঃ আজি জাগিয়া উঠে ;
দমিতে পারিনা ভাসাইয়া বুক,
নয়নের ধারা কেনবা ছুটে।
হৃদয় আমার ছায়া-বারি-হীন,
যেন সাহারার অনল প্রায় ;

ঝঞ্ঝাবাতাঘাতে মুমূর্ষু পরাণ,
আশালতা ছিঁড়ে গিয়াছে হায়।
শত ধন্য তুমি পাখি রে জগতে,
মূরতি তোমার আনন্দময় ;
আনন্দে জনম, আনন্দে জীবন,
সদাই আনন্দে কররে ক্ষয়।
ডাক পাখি ডাক যত পার ডাক,
জগত-জীবন করুণা-ধারে ;
গাও তাঁর নাম হ'ক্ প্রতিধ্বনি,
পর্ব্বত কাননে সাগর পারে।
ভুলিব যাতনা ভুলিব বেদনা,
হবেনা কাতর পরাণ মোর ;
তোর প্রাণে প্রাণ মিশায়ে পাখি রে,
নিয়ত শুনিব ও গান তোর !
যে তোরে শিখালে এ হেন সঙ্গীত,
যে তোরে নির্ম্মল ক'রেছে হায় ;
জুড়াতে যাতনা, ভুলিতে বেদনা,
শরণ লইব তাঁহারি পায় !

বিধির বিধান।

১

অসীম-পরিধি কারণ-বারিধি
অনন্তে ছুটেছে চুমিয়ে বেলা ;
তাহারি কূলেতে সমাহিত চিতে
হেরিছেন বিধি সাধের খেলা।

২

নয়ন রঞ্জিনী কত যে নলিনী
কত কুমুদিনী ভাসিছে তায় ;
মরালী মরাল ধরিতে মৃণাল
ছুটেছে তরঙ্গে ভাসায়ে কায়।

৩

অপরূপ দৃশ্য ! কোটি কোটি বিশ্ব
নীরনিধি-স্রোতে ভাসিয়ে যায় ;
কত যে ভুবন, কে করে গণন,
অনন্ত গমনে অনন্তে ধায়।

৪

কোটি কোটি ইন্দ্র কোটি কোটি চন্দ্র
যম হুতাশন পবন আদি,
কত যে অরুণ কত যে বরুণ
কত গ্রহদল নাহি অবধি।

৫

কত কাদম্বিনী কত সৌদামিনী
ভাসিয়া যেতেছে বারিধি-স্রোতে ;
রজনী বাসর মাস সম্বৎসর
পক্ষ ষড়ঋতু ধায় ক্রমেতে।

৬

রাজর্ষি দেবর্ষি কত ব্রহ্ম-ঋষি
ভেসে যায় অই সলিল'পরে ;
পাতঞ্জল স্মৃতি বেদ সাঙ্খ্য শ্রুতি
ন্যায় দরশন ভাসিছে থরে।

৭

শ্বেতাব্জ-বরণী দেবী বীণাপাণি
বিশ্বতত্ত্ব গীত বীণায় গায় ;
অপ্সর কিন্নর যক্ষ বিদ্যাধর
মানব দানব কতই ধায়।

৮

ভেসে যায় কত বিশাল পর্ব্বত
চূর্ণ চূর্ণ হ'য়ে স্রোতের ঘায় ;
হেরি লীলা রাশি ক্ষণে বিধি হাসি,
ক্ষণেক বিষাদে করেন 'হায়!'

৯

হেন কালে এসে, বিধির সকাশে
দেবী বসুন্ধরা কাতরে কয় ;
করি প্রণিপাত, ওহে জগন্নাথ
সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ—ত্রিগুণময় ।

১০

রক্ষ ভগবান করুণানিদান
শরণ ল'তেছি চরণ'পরে ;
আমার ভুবন হয় নিমগন
জীবের দুর্জ্জয় পাপের ভরে ।

১১

সত্য ত্রেতা গত, দ্বাপর বিগত,
কলির প্রাধান্য হয়েছে এবে ;
জীবলোকে বিধি ! ঘটেছে কুবিধি,
পাপেতে মগন হয়েছে সবে ।

১২

মিথ্যা আচরণ, শঠতা ভূষণ,
বঞ্চনার বিষে হৃদয় ভরা ;
চৌর্য্য পরদার ঘোর ব্যভিচার
জীব রক্তে সদা ভাসিছে ধরা ।

১৩

অশক্ত দুর্ব্বল ক্ষীণ কলেবর
বহিতে দুর্জ্জয় পাপের ভার ;
অসহ্য যাতনা সহিতে পারিনা
উপায় বিধান কর আমার।

১৪

পতিতপাবনী জীব-নিস্তারিণী
তোমারি বিধানে অবনী-তলে ;
ছিলা সুরধুনী কলুষ-নাশিনী,
মুক্ত হ'ত জীব পরশি জলে।

১৫

পাপ রাশি হেরে সখেদ অন্তরে
ব্রহ্মলোকে দেবী গিয়াছে ফিরে ;
এবে আছি শূন্য, প্রয়াগ অমান্য,
পাপ মুক্ত যার পরশি নীরে।

১৬

স্বর্গ-স্বরূপিণী মোক্ষ-প্রদায়িনী
তুলনে অতুল জগতে যেই ;
সেই কাশী ধাম আনন্দ কানন
রাখিলা ভবেশ ত্রিশূলে তেঁই।

১৭

পাপে ভেসে যায় টলমল প্রায়,
খেদে মরি হেরে সোণার কাশী।
বিষাদ অন্তরে শঙ্করী শঙ্করে
ত্যেজি বারাণসী কৈলাসবাসী।

১৮

নাহি হরিদ্বার সরযূ কেদার
কুরুক্ষেত্র আদি গিয়াছে উড়ে;
হ'ল অদর্শন তীর্থ অগণন,
পাপস্রোত বয় ভুবন জুড়ে।

১৯

রক্ষ ভগবান, করহে বিধান,
কেমনে নিস্তার পাইব আমি;
দুর্ব্বলের বল সম্বল কেবল
চরণ তোমার জগত-স্বামি!

২০

দাও রসাতলে, প্রলয়ের জলে
অথবা আমারে ডুবায়ে দাও;
ওহে ভবধব! কত আর কব,
ব্রহ্মাণ্ড হইতে মুছিয়া নাও।

২১

দেবী বসুন্ধরা কাতর-অন্তরা
কাঁদিলা বিধির ধরিয়া পায় ;
করুণা-নিধান প্রভু ভগবান
দ্রবিল হৃদয়, কহিলা তায়।—

২২

"সহেনাকো আর, তনয়ে! তোমার
হেরি দুরদশা ফাটিছে বুক ;
যাও নিজ স্থান, করিব বিধান,
ঘুচাইব তব অপার দুখ।"

২৩

জীবের জননী চলিলা অবনী
নিজ নিকেতনে বিষণ্ণ মনে ;
করুণা-বারিধি ডাকিলেন বিধি
অরুণ বরুণ পবন যমে।

২৪

মম বাক্য ধরি যাও ত্বরা করি
অবনী-মণ্ডলে, পাপেতে রত—
জীবগণ হায়, সহা নাহি যায়,
প্রতিফল দিও উচিত মত।

২৫

ধাতার আদেশ, চলিল দিনেশ
সংহার মূরতি ধারণ করি;
মেঘ হরে জল, বৃক্ষ হরে ফল,
হাহাকারময় অবনী'পরি।

২৬

চলিল পবন অসীম বিক্রম
শিহরি অনন্ত উঠিল ডরে;
ধরা টলমল যায় রসাতল,
ভীমকায় গিরি উঠিল ন'ড়ে।

২৭

ঘোর রণরঙ্গে প্রকৃতির সঙ্গে
মাতিল সমরে প্রবল বায়ু;
মহা পরাক্রমে প্রকৃতিরে জিনে.
জীবলোকে আহা ফুরাল আয়ু।

২৮

করি দৃঢ় পণ ধাইল বরুণ
প্রলয় নীরেতে ডুবাতে ধরা;
গভীর গর্জ্জন ডাকে নবঘন,
মর্ত্তবাসী জন আতঙ্কে মরা।

২৯

উদয়-ভূধর অস্ত-গিরিবর
ব্যাপিল কৃতান্ত বিশাল করে ;
রোগ শোক জরা মৃত্যু ভয়ঙ্করা
ভীম পরাক্রমে জীবেরে ধরে।

৩০

অন্যায় সমরে অভিমন্যু বীরে
বধে সপ্তরথী কৌরব-রণে ;
তেমতি দুর্গতি জীবলোকে বিধি
নিরখি বিষাদ উদিল মনে।—

৩১

"জীব-হাহাকার সহেনাকো আর,
অকালে প্রলয় হইল হেন ;
বিধির লিখন কে করে খণ্ডন
পাষাণের রেখ মুছে না যেন।"

৩২

হেন ভাবি চিতে বিষণ্ণ মনেতে
পুনঃ বসিলেন কারণ-তীরে ;
অসীম-পরিধি কারণ-বারিধি
নিনাদি মধুর যেতেছে ধীরে।

স্বপ্ন।

১

কোন্ দূর বৈজয়ন্তে থাক গো স্বপন রাণি!
ত্রিদিব অমিয় দিয়া, গঠেছে তোমার হিয়া,
বিরলে বিধাতা বসি হেন মনে অনুমানি!
নহে এত সুধারাশি, কোথা পায় তব হাসি?
বরষি অজস্র ধারে জুড়ায় জগত-প্রাণী;
কোন্ দূর স্বর্গ ধামে থাক গো স্বপন রাণি?

২

শুনেছি ত্রিদিবে আছে শিবরাণী, নরেন্দ্রাণী,
কমলবাসিনী রমা, শ্রীহরির প্রিয়তমা,
সকল হইতে শ্রেষ্ঠ---তুমি গো স্বপন রাণি!
সেই দেবেন্দ্রাণীদল--- এখনত মহীতল
আসেনি জুড়াতে প্রাণ বরষি সান্ত্বনা বাণী,
জননী বলিয়া ডাকি, জননী ত নাহি জানি!

৩

করুণা-রূপিণী তুমি করুণার পারাবার,
অপার স্নেহেতে তব মোহিত হয়েছে ভব,
কি স্নেহ-বন্ধনে বাঁধা ভাবি তাই বারেবার;
ধরণী ডুবিয়া যায়, সুষুপ্তির কোলে হায়,
প্রবেশি' মানস-পুরে কি মোহিনী মায়া-হার
পরাও কমল করে সুকোমল গলে তার।

৪

হৃদি-রঙ্গ-ভূমে মাগো কর কত অভিনয়!
কি মনোমোহিনী বেশে, বেড়াও মা হেসে হেসে
ভাঙ্গিয়া গড়িয়া খেলা কর কত মধুময়;
অর্দ্ধবিশ্ব জেগে থাকে, অর্দ্ধ সুষুপ্তির বুকে,
রঙ্গ দেখে আ-ধরণী। অবাক হইয়ে রয়,
শোক হর্ষ বিষাদের দেখে যত অভিনয়।

৫

ত্রিদিবে দেবতা থাকে দেখেনি ত কেহ তায়,—
কিন্তু এ মরতবাসী, হেরে নিতি তব হাসি,
তোমার পরশে দেবি জীবন জুড়ায়ে যায়।
কভু হাসি বিধুমুখে, কখন কাঁদিয়া দুখে,
আঁক মা বিচিত্র ছবি মানব-হৃদয়-গায়,
কখন স্বরগে তুলি ফেল মর্ত্তে—পুনরায়।

৬

বিষাদ নীরদ ছায়া ঢাকিয়া হৃদয়াকাশে
প'ড়ে আছি বনবাসে, আসিয়া দুঃখিনী পাশে,—
কি ছবি দেখালে মাগো উজলি আলোক ভাসে।
আঁকিয়া মা মোহাঞ্জনে, দেখাইলে চন্দ্রাননে,
দিবানিশি শত সাধ যেই মুখ দেখিবারে;
উষা সন্ধ্যা যে দেবতা পূজিতেছি চিত্তাগারে।

৭

ভ'রেছ হৃদয় দেবি বেল যূঁথি গন্ধ ভারে,
মা তোমার কোলে শুয়ে, আঁখি দুটী নিমিলীয়ে,
দেখিনু আঁধার হৃদি হাসে পূর্ণচন্দ্র হারে!
করুণা-রূপিণী হ'য়ে, করুণার স্রোত ল'য়ে,
ঢালিলে এ মরুভূমে যুড়ালে জ্বলন্ত প্রাণ;
এত স্নেহ ছিল কোথা,— যুড়ালে প্রাণের ব্যথা,
এ আনন্দ রাখি কোথা ধরাতলে নাহি স্থান,
এমনি ক'রো মা কৃপা কৃপাময়ি অবিরাম।

দেখা।

১

আবার হইবে দেখা তোমায় আমায়,
নিয়তির গতি ফিরে, কাল সাগরের নীরে,
জীবনের ক্ষুদ্রতরী ডুবিবেক বায়;
মৃত্যুর ভীষণ ছায়া, ছিঁড়ি ধরণীর মায়া,
অন্তিমে জীবন রবি লুকাইবে কায়,—
সেদিন আবার দেখা তোমায় আমায়।

২

তোমায় আমায় দেখা হইবে আবার,
সেই আশা হৃদে ধরি, সেই পথ লক্ষ্য করি,

জীবনের দীর্ঘ নিশি যায় অনিবার!
থাকিতে জীবন মম তব মুখ প্রিয়তম
হেরিতে নয়ন ভরি পাব না কি আর?
তবে কি সে দুরান্তের, বৈতরণী পার,—
তোমায় আমায় দেখা হইবে আবার।

৩

দুজনে একত্রে পুনঃ হইব মিলিত,
অনন্তশৃঙ্খল দিয়া, বাঁধিব যুগল হিয়া,
এক সুরে হৃদিযন্ত্রে বাজিবে সঙ্গীত,—
অনন্ত আনন্দ রাশি মরমে পশিবে আসি,
বিভোর বিহ্বল চিত্ত করি সুরভিত—
প্রেমের মন্দারতরু হবে কুসুমিত।

৪

ছড়াবে ভরিয়ে প্রাণ সৌরভ সম্ভার,
অনন্ত সুখের কোলে খেলাইব কুতূহলে,
শান্তির প্রবাহ প্রাণে বহিবে অপার।
চক্রবাক চক্রবাকী দুপারে দুজনে থাকি,
ফেলিবে না আঁখিযুগে শোক অশ্রুধার!
অনন্ত-সমুদ্র-পারে মিলিব আবার।

৫

নির্ম্মম জগতে দেখ সকলি মলিন—
মলিনতা পরশিয়া,— মলিন করেছে হিয়া,

কাঁদিয়া কাঁদিয়া শুধু যায় নিশিদিন!
গেল দিন গেল মাস, প্রবাহি অনল শ্বাস
করে গিরি অনিবার অনল উদ্গার :
সেই অগ্নি উদ্গীরণ, থাকিবে যে আমরণ,
তাই বলি চল যাই অনন্তের পার;
জীবনে দেখিয়া সাধ মিটিবে না আর।

৬

মরণে কি প্রিয়তম পাইব নিস্তার?
অতৃপ্ত বাসনা দিয়ে, দেহ মন পোড়াইয়ে
প'রেছি গলায় যে গো অনলের হার।
অতৃপ্ত সে যত সাধ হইবে কি অবসাদ
প্রেত-আত্মা শূন্যে শূন্যে করিবে বিচার,
করিবে আকুল প্রাণ চির হাহাকার!

৭

হেন যদি দেশ থাকে যাইব তথায়,
জগতের মলিনতা, কলঙ্ক নাহিক যথা
হাসে যথা তরু লতা চির সুষমায়;
অতৃপ্ত অনল রাশি, মরমে মরমে পশি,-
যথা নাহি দেহ মন অনলে জ্বালায়
পূরাইব সেই দেশে এই বাসনায়।

৮

তোমায় আমায় দেখা হইবে আবার !
সেই আশা হৃদে ধরি, সেই পথ লক্ষ্য করি
জীবনের দীর্ঘযামা যাপি অনিবার।
সেই দিন সেই ক্ষণে, মিলিব তোমারি সনে,
সেদিনের পথ পানে চাই বারেবার ;
আবার মিলিব দোঁহে বৈতরণী পার।

অসার সংসার।

নিদাঘের বিষবহ্নি গগন ভেদিয়া
জ্বলিতেছে কি শিখায় হৃদয় ভিতরে.
উঠিতেছে ধূমরাশি দিক্ আঁধারিয়া
অনল উত্তাপে তপ্ত করিয়া প্রান্তরে।

২

শত-জ্বালা-তপ্ত আজি এই দেহ ভূমি
ভাসায় অজস্র ধারে শোকাশ্রু ঝরিয়া.
কোথা নিত্য নিরঞ্জন জ্ঞানময় তুমি ?
কাঁদি সকাতরে তব চরণ স্মরিয়া।

৩

নিবাইয়া দাও পিতঃ ! এই হুতাশন,
ঢালিয়া করুণা-বারি করুণা-আলয় :
পারিনা সহিতে আর যন্ত্রণা ভীষণ,
জর্জ্জর হ'য়েছি প্রাণে ওহে দয়াময় !

৪

দাও ভক্তি-বারি চির তৃষার্ত্ত হৃদয়,
যুড়াবে পরশি পদ-অমৃত তোমার :
পাপিনী চরণ যোগ্য নহে দয়াময়,
তুমি দয়া না করিলে কে করিবে আর

৫

জনমিয়া জগদীশ ! চরণ তোমার
ভাবি নাই কোন দিন ওহে দয়াময় :
অসার প্রমোদ-মদে মাতি অনিবার,
করিয়াছি প্রতিপলে পাতক সঞ্চয়।

৬

ক্রমে জীবনের রবি সম্বরি কিরণ
মধ্যাহ্ন গগন হ'তে চলিবে পশ্চিমে :
ক্রমে যে আসিবে নিশি আবরি ভুবন,
কোথায় দাঁড়াব সেই আঁধার অসীমে

৭

চির পাপে কলঙ্কিত এ দেহ আমার,
তোমার চরণ নাথ করি পরশন :
হর আজি পাপিনীর সেই পাপভার,
পবিত্রিত কর পাপ-কলঙ্কিত মন।

৮

জগতের সুখ সাধ সব অবসান,
দুঃখিনীরে দাও স্থান চরণ-কমলে,
আর কেন রাখিয়াছ জর্জ্জরিত প্রাণ ?
ভাসিতে অক্ষম নাথ আর আঁখিজলে

কেন চিরদুঃখিনীরে ভূতলে আনিয়া,
দেখাইলে নন্দনের অপূর্ব্ব কানন ?
সুগন্ধি মন্দার-হার গলে পরাইয়া,
নিরুদ্ধ সুখের উৎস করিলে মোচন ?

কি করিল অনাথিনী চরণে তোমার,
ফেলিয়া দিয়াছ তাই অকূল অতলে
হরিয়া নন্দনচিত্র মরমে তাহার
জ্বালিয়াছ মরুময় জ্বলন্ত অনলে।

হৃদয়-কুসুম-কুঞ্জ দেখ দয়াময় !
আফ্রিকার মরুভূমে আজি পরিণত
ফুটন্ত গোলাপ শত হয়েছে বিলয়,
নীরব কোকিল কণ্ঠ জনমের মত

১২

ত্রিদিবের সেই শোভা দেখিব না আর,
ভিখারিণী পাবে কোথা অমূল্য রতন ?
মরুভূমে ভাসে শোভা মৃগতৃষ্ণিকার,
স্থল দাও শ্রীচরণে এই নিবেদন।

অদৃষ্ট।

কোথায় অদৃষ্ট দেবি !

দাও দেবি দাও আবার আমারে
ফিরাইয়া সেই অতুল সুখ ;
সুখের শৈশব সুখের সাগরে—
আবার ভাসিব প্রফুল্লমুখ।
এসরে আবার, সুখের কৌমার !
সাদরে তোমায় তুলিয়া লই ;
তুমি গো আমার, আমি যে তোমার,
এক দেহ এস দু'জনে হই।
হে অদৃষ্ট দেবি ! ক'রোনা ছলনা,
কি দোষ ক'রেছি তোমার পায় ?
কি হেতু বলনা, এতেক যাতনা,
অজস্র আমারে দিতেছ হায় !

শৈশব হইতে যৌবন অবধি
হায়রে একটি দিনের তরে—
হে অদৃষ্ট! তুমি দিলেনা কখন'
দেখিতে আমারে সুখের করে।
কোন্ অপরাধে আছি অপরাধী,
কিছুই জানিনা কারণ তার;
অথচ একিগো জনম অবধি
বহিতেছি সুধু দুঃখের ভার।
আর যে পারিনা সহিতে যাতনা,
পুড়িয়া পুড়িয়া হ'তেছি ছাই;
নয়নের জলে প্রবল অনল
নিভে না, কি করি কোথায় যাই
আয়রে অদৃষ্ট! দেখি ভাল ক'রে,
কি লিখন বিধি লিখেছে তব;
চিরিয়া ললাট উপর ভিতর
তন্নতন্ন করি' দেখিব সব।
আরো কত কাল এ শূন্য ধরায়
এ পাপ জীবন বহিতে হবে!
আরো কত কাল নয়ন ধারায়
মম হৃদিতল ভাসিয়ে রবে!!
অথবা তোমার নাহি কোন দোষ,
বুঝিয়াছি ইহা বিধির খেলা;

কি লেখনী দিয়ে লিখেছিলে ভালে
হা পোড়া বিধাতা ! আমার বেলা।
দয়া মায়া বুঝি দিয়া বিসর্জন,
পাষাণে হৃদয় বাঁধিয়াছিলে ?
নহিলে এমন কঠোর বিধান
বলনা কেমনে করিয়া দিলে !
বল বল দেব, কেন হে তোমারে
করুণাসাগর সকলে কয় ?
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত আননে
কেন গায় তব করুণাচয় ?
ওহে দয়াময় আমার উপর—
করুণার ধারা ঢালিলে ভাল ;
তার বিনিময়ে রেখেছ কেবল
ললাটে অনন্ত যাতনা-জাল !
মরিতেছি জ্ব'লে প্রাণের জ্বালায়,
তাহার উপরে ছলনা হেন ;
জ্বলিবার তরে নিয়তি যখন,
জগতে তখন আনিলে কেন ?
নিয়তি-শৃঙ্খলে মানবজীবন
কেন হে বিধাতঃ ! বাঁধিলে হায় !
ঘোর কালচক্র ঘুরে অবিরাম,
এ মানবজাতি দলিত তায় !

কে জানিতে পারে, কে বলিতে পারে,
কি ফল কখন অদৃষ্ট ধরে ;
অদৃষ্ট-লিখিত যে ফল যখন,
অবশ্য তাহাই ভুগিবে নরে।
যদি তাই হয় ওহে ইচ্ছাময় !
তব ইচ্ছাধীন কপাল ফলে ;
চাহিনা জানিতে তবে সে সবায়,
থাক্ ভবিষ্যত-আঁধার-তলে ।
তবে কেন বল ওহে পরমেশ ।
মম হৃদে দাও করুণা করি .
তোমার নির্ণীত যে ফল যখন,
সহি যেন দেব, নাহিক ডরি ।
যেন বিচলিত ক্ষণেকের তরে
নাহি হয় মম জীবন মন .
তব ইচ্ছা ভাবি ওহে দয়াময় !
ধরিব হৃদয়ে করি যতন ;

নির্ব্বাসিতা সীতা।

(যমুনার প্রতি)

১

যমুনেগো কোথা চ'লে যাও ?
গাহিতেছ কার গান, হৃদে ধরি কার তান,
কার মরমের ব্যথা কাহারে শুনাও ?
বল কার প্রেমে মাতি, এ সঙ্গীত দিবা রাতি,
চঞ্চলা, পাগলপারা আথিবীথি গাও ?
বল সই খুলে বল মোর মাথা খাও !

২

জানি সই তোমার বেদনা !
তব পতি জলনিধি, বহু নদী তোষে নিতি,
জানেনা কুলীন পতি নারীর বেদনা !
তাই কি অধীর প্রাণে, আকুল বিরহ গানে,
মর্ম্মোচ্ছ্বাসে জানাইছ অন্তর-যাতনা ?
দগ্ধা মানিনীর মত সদাই উন্মনা !

৩

বাসনা বিফল কভু নয় !
একদিন গুণবতি ! পাবে মনোমত পতি,
ঘুচিবে বিরহ জ্বালা জুড়াবে হৃদয় !
প্রসারি সহস্র কর, হৃদে ধরি রত্নাকর
সোহাগে তুষিবে তোমা' প্রেমের আলয়।
আসিবেনা প্রাণে তব সপত্নীর ভয় !

৪

হায় সখি এ ছার জীবনে!

জনম-দুখিনী সীতা, ছিল যার অনুগতা,

তমালে মাধবী যথা সুদৃঢ় বন্ধনে ;

ছায়াসম যার সাথে, ভ্রমিতে বিজন পথে,

কত নবসুখ আসি উপজিত মনে ;

আর কি পাইব ফিরে সে চারু রতনে ?

৫

সেই দিন আজো পড়ে মনে !

অঙ্গনে হরিণী বালা, নেচে নেচে করে খেলা,

নিকুঞ্জে বিহগী গায় মধুর নিক্কণে ;

স্বচ্ছ গোদাবরী-নীরে, বক হংস খেলে ধীরে,

দেবোপমা ঋষিবালা কুসুম চয়নে.

হেরিতাম কত সুখে হায়লো নয়নে !

কত ফুল ফুটিত কাননে !

তুলিয়া কুসুমদাম, গাঁথি মালা অভিরাম,

সাজা'তাম নাথ-অঙ্গ অপূর্ব্ব ভূষণে ;

নয়নে নয়ন রাখি, অনিমিষে চেয়ে থাকি,

যত দেখি তত আশা বাড়ে প্রতিক্ষণে,

সে চিত্র বিম্বিত সীতা-হৃদয়-দর্পণে !

৭

হায় সখি কি কব বলনা,
নিতি তব তীরে আসি, নয়ন সলিলে ভাসি,
জানায় দুঃখিনী সীতা হৃদয়-বেদনা!
বল সই বল বল, এই তপ্ত অশ্রুজল
কোমল হৃদয়ে তব দেয়কি যাতনা?
খুলে বল প্রাণ-সই চাপিয়ে রেখনা!

৮

এ জগতে কেহ আর নাই,
তুমি বিনে গিরিবালা, যুড়াতে প্রাণের জ্বালা,
তাই তব কাছে আসি দুঃখগান গাই;
মনে যত দুঃখ পাই, কেমনে বলনা কই—
ভাষায় কি বর্ণ আছে? যা দিয়ে জানাই—
আমার হৃদয় ব্যথা, অব্যক্ত সদাই!

৯

প্রীতিপূর্ণ শান্ত তপোবন!
রোগ শোক হিংসা দ্বেষ, নাহি কলুষতা-লেশ,
মূর্ত্তিমতী সরলতা, নিত্য সুশোভন;
মানব-রসনা হেথা, প্রাণে নাহি দেয় ব্যথা,
নাহি ঢালে হলাহল তীব্র বিভীষণ,
শান্তির আলয় এ যে শান্ত তপোবন!

১০

বসন্ত অনিল বয়,
বিলোল লবঙ্গ লতা, কাঁপে ফুল হারে গাঁথা,
ভ্রমরী অমৃত খেয়ে করে বিচরণ ;
এমন পবিত্র স্থান, প্রীতি-প্রেম চির ধাম,
দুঃখিনী সীতার নেত্রে বিষ-দরশন ;
নাহি পারে যুড়াইতে সন্তাপিত মন।

১১

কাল পঞ্চবটী বনে,
হায় কি অশুভক্ষণে, স্বর্ণ মৃগ এ নয়নে
নেহারিয়া মুগ্ধচিতে হৃদয়রতনে—
কহিলাম দাও ধরি, কে জানে বিধাতা অরি,
পেতেছে ছলনা-জাল সীতার কারণে ;
দেবতা মমতা-শূন্য কে জানিত মনে !

১২

গেল নাথ মৃগ ধরিবারে,
কে জানিত চিরতরে, ডুবিব দুঃখের নীরে,
রঘুকুল-বধূ যাবে রক্ষঃ-কারাগারে ;
সেই দিনে অবিরত, সুখ-শশী অস্তগত,
ডুবিল ভাগ্যের তরি দুঃখ-পারাবারে !
ভাসিল জানকী চির কলঙ্ক-পাথারে !

১৩

বড় সাধ ছিল সই মনে,—
যুগল তনয় নিয়ে, স্নেহলতা প্রসারিয়ে,
বাঁধিব বেষ্টন দিয়ে হৃদয়ের ধনে ;
শুধিব প্রেমের ঋণ, আনন্দে হইব লীন,
মিটেছে সে চির সাধ বাল্মীকির বনে,
কে ঢালিল হলাহল সরল জীবনে !

১৪

কেন আশা আজো মনে জাগে !
অভাগী জানকী কিরে, ফিরে পাবে রঘুবীরে,
স্থাপিবে দেবতা ভাবি হৃদি পুরোভাগে ;
ভকতি-প্রসূন দিয়ে, প্রীতি-অর্ঘ্য প্রদানিয়ে,
পূজিবে চরণ দুটি প্রেম অনুরাগে,
রঞ্জিত সীতার মন যার প্রেম-রাগে !

১৫

হত আশা দগ্ধ ভাগ্য ফলে,
আর এই অভাগিনী, হেরিবেনা রঘুমণি,
পারিবেনা নিভাইতে প্রাণের অনলে ;
সীতার মরম কথা, অব্যক্ত প্রাণের ব্যথা,
শুনিবেনা কেহ আর রবে অন্ত-স্তলে ;
ভাসিবে এ বক্ষঃস্থল নয়নের জলে ।

১৬

শুন ওলো পতি-সোহাগিনি !
সরযূ সহজা সনে, সম্মিলিতে ফুল্ল মনে,
যবে অযোধ্যায় যাবে সাগর-সঙ্গিনি !
নিত্য আসি তব তীরে, ভাসিয়া বিষাদনীরে,
ঢালে যে নয়ন ধারা বসুধা নন্দিনী,—
উপহার ল'য়ে যাও শমন-ভগিনি !

১৭

দিও তাঁরে ওগো সোহাগিনি !
শুন সই মাথা খাও, এ মিনতি—চ'লে যাও,
বলিও জীবননাথে সীতার কাহিনী,—
পাতার কুটীরে র'য়ে, ঋষিবালা সঙ্গে ল'য়ে,
বনে বনে ভ্রমিতেছে হ'য়ে পাগলিনী—
জনম দুঃখিনী সেই জনকনন্দিনী।

১৮

কত আর সহিব নিয়ত,
স্মরিয়া সে ভূতকথা, বাজে হৃদে শত ব্যথা,
সহস্র বৃশ্চিক যেন দংশে অবিরত ;
অযোধ্যার সুখ যত, নিশির স্বপন মত,
জেগে জেগে উঠিতেছে মানসে নিয়ত ;
সীতার জীবন মন রাম-অনুগত।

১৯

"ধরণী-ঈশ্বর তুমি নাথ!
বহু কোটী প্রজা ল'য়ে, থাক থাক সুখী হয়ে?
আসর্গ ধরণী গাহে তব যশোগান!
তব নাম ক'রে ধ্যান অভাগিনী ধরে প্রাণ,
এ জনমে বিধি তারে হইয়াছে বাম!
জন্ম জন্মান্তরে পূর্ণ ক'রো মনস্কাম।"

তারে যেন ভুলি নাই।

সদা মনে ভাবি তাই,
পাছে তারে ভুলে যাই;
সে মম হৃদয়মণি,
সে বিনা যে কিছু নাই।
তাহার ভাবনা ভাবি,
মনে কত তৃপ্তি পাই;
তার রূপ ধ্যান করি,
সুখের অবধি নাই।
জীবন সমুদ্র মাঝে
প্রবল তরঙ্গ হেরি,
পাছে তারে ভুলে যাই—
সদা মনে ভয় করি।

কৃতান্ত আসিবে যবে
লইতে এ অভাগিনী,
সেই মুখ বুকে ধরি
যাব শত-আনন্দিনী।
সে মম নয়নমণি,
তাহারে ভুলিব কিসে ?
সে মম হৃদয়নিধি
রয়েছে অন্তরে মিশে।
শরতে সুধাংশু করে
সুধা-ধারা বরিষণ,
বসন্তে প্রকৃতি-শোভা,
মলয়ের সমীরণ।
নব কিশলয় দলে
প্রফুল্ল কুসুম শোভা,
বিমল সরসী বুকে
পঙ্কজিনী মনোলোভা।
গাঢ় অন্ধকারময়ী
নিশীথিনী বরিষার,
জ্বলে যার গলদেশে
ক্ষীণ তারা সুকুমার।
আঁধার জলদ কোলে
হেমপ্রভা সৌদামিনী,

বরিষার পূর্ণকায়া
　　কলস্বরা স্রোতস্বিনী।
চপল তরঙ্গকুল
　　নীলানন্ত রত্নাকর,
প্রকৃতি বিলাস ভূমি—
　　মনোহর ধরাধর।
কোকিলের কুহু কল,
　　প্রেমগীত পাপীয়ার ;
নিশীথে নিদ্রার ঘোরে
　　বাঁশরীর সুধাসার।
এ তিন ভুবন মাঝে
　　যাহা কিছু সুষমার,
তা'হতেও শোভাময়
　　এ নয়নে সে আমার।
চাহিনাকো স্বর্গসুখ,
　　বিভু-পদে ভিক্ষা চাই,—
ভবসিন্ধু পারে গিয়ে
　　তারে যেন ভুলি নাই।

আবার গগনে কেন উঠিলে তপন তুমি ?

১

আবার গগনে কেন উঠিলে তপন তুমি ?
সে দিন যে কেঁদে গেলে,
পুনঃ কেন ফিরে এলে ?
পোড়ে নাকি তব মন হেরিয়া ভারতভূমি ?

২

ধরিয়া লোহিত ছবি কি হেতু উঠেছ রবি ?
এ ভারত কি যে ছিল,
এখনি বা কি হইল,
কি বলিব দিনমণি তুমিতো হে জান সবি।

৩

দিগন্ত অনন্ত মুখে তব জয়ধ্বনি করে,
যে যেখানে চরাচরে,
তব যশ গান করে,
ডুবায়ে অনন্ত বিশ্ব আনন্দের সরোবরে।

৪

তুমি কি নিঠুর রবি কিছু কি মমতা নাই ?
তোমারে হেরিয়া ভবে
জাগিল দেখনা সবে,
এখনি ভারত মাতা জাগিবে যে ভয় পাই।'

৫

পুত্র শোকাতুরা সবে দীনাহীনা কাঙ্গালিনী,
দলিতা চরণ ভারে—
এখনি যে হাহাকারে!
কাঁদিবে কাঁদাবে সবে শোকে তাপে বিরাগিণী!

৬

শতপুত্র-শোকে আহা হ'য়ে আছে পাগলিনী!
জ্বালায় জর্জ্জর হায়!
ব্যথায় ব্যথিত কায়,—
অবসন্না, ধরাসনে ঘুমাইছে অভাগিনী।

৭

আর তারে জাগা'ওনা এ মিনতি বার বার,
জ্বলিবে যে শোকানল
দ্বিগুণ করিয়ে বল,
নিভাইতে সে অনল হবেনাকো সাধ্য কার!

৮

এক দিন যে ভারত ছিল রাজ-রাজেশ্বরী,
বুকেতে পাষাণ হার,
চরণে শৃঙ্খল তার,
অনাথিনী পরাধীনা—একি দশা আহা মরি!

৯

ফাটেনা হৃদয় কি হে শোকে তব দিবাকর ?
কে বলে দেবতা-চিত
মমতায় নিরমিত,
তাহ'লে কি এ ভারতে আসিতে হে বারবার ?

১০

আরো কি দেখিতে সাধ মনেতে তোমার আছে ?
যে চিত্র উজ্জ্বলতম,
তুলনায় নিরুপম,
গর্ব্বিতা অমরাবতী লজ্জিতা যাহার কাছে।—

কি দেখিতে এস তুমি দেখিবার আছে বা কি !
ভস্মস্তূপ বহ্নি-খেলা,
কোথাও অস্থির মালা,
এ মহা শ্মশান লীলা দেখ খুলি শত আঁখি !

১২

যাও চলি, দিনমণি ছাড়িয়ে গগন তবে ;
তিমির সাগরে ধরা
চিরতরে হোক্ ভরা,
জীব, জন্তু, তরু, গিরি যাক্ রসাতল সবে।

১৩

বীজন অনিল মৃদু দুঃখিনী মায়ের গায়,
ঘুমাক্ অভাগী শুয়ে ;
সহস্র কিরণ থুয়ে
লুকাও লুকাও রবি, অনন্ত সিন্ধুর কায় ;
আর এ ভারতে তুমি এসনা এসনা হায় !

আমি কি ভুলিব।

১

তুমিতো ভুলেছ ভাবি আমি নাহি ভুলিব,
বাসিয়াছি কত ভাল,
বাসিব যে চিরকাল,
সম ভাবে অনুরাগে, যত দিন বাঁচিব :
তব প্রেম পারিজাত
ফুটেছিল কত নাথ,
কি জানি কি পুণ্য ফলে,—কিসে তাহা ভুলিব ?

২

তুমিতো ভুলেছ ভাবি আমি নাহি ভুলিব,
যুড়াতে প্রাণের জ্বালা,—
সেই মন্দারের মালা

পরা'লে দরিদ্রা-গলে, চির মনে করিব,
সুখ স্বপ্ন অমরার,—
ফুরাইলে অনিবার,
ভাঙ্গিলে সুখের নিদ্রা কিসে প্রাণ ধরিব!

৩

তুমিতো ভুলেছ ভাবি আমি নাহি ভুলিব,
সেই প্রেম সুখ আশা
সে অনন্ত ভালবাসা
ঢালিলে অজস্র ধারে ভুলিতে কি পারিব?
দেবতা নিদয় হায়!
ঢাকিল বিষাদ ছায়,
ঢাকিল হৃদয় তল কত আর সহিব!

৪

তুমিতো ভুলেছ ভাবি আমি নাহি ভুলিব,
কেহ যে কোথাও নাই,
তবে কার মুখ চাই,
ভ্রমি এ বিশাল বিশ্ব! কার মুখ হেরিব?
এ যে আশা মরীচিকা,
এ যে প্রেম বিভীষিকা,
অতৃপ্ত বাসনা প্রাণে চিরকাল বহিব!

৫

তুমিতো ভুলেছ ভাবি আমি নাহি ভুলিব,
কল্পনার তুলি ধ'রে
হৃদয় ফলক'পরে
তব মূর্ত্তি চিত্র ক'রে মানসেতে হেরিব।
এই নয়নের ধারে
এই প্রেম উপচারে
হৃদয় শোণিত ঢালি চিরকাল পূজিব!

৬

তুমিতো ভুলেছ ভাবি আমি নাহি ভুলিব,
তুমি মোর থাক সুখে,
এ হৃদয়ে শত মুখে—
দংশুক দুঃখের ফণী অবহেলে সহিব!
যদিও সে বিষে প্রাণ—
জর্জ্জরিত অবিরাম—
কি ক্ষতি তাহায়? আমি বিষ ভার বহিব!
তুমিতো ভুলেছ ভাবি আমি নাহি ভুলিব।

ভালবাসা।

১

ভালবাসা! কে তোমারে ক'রেছে গো নিরমাণ?
মানব হৃদয় ভূমে করিয়াছ বাসস্থান,

মিলিয়া দেবতাদলে, পাঠাইল ভূমিতলে,
মর্ত্ত্যভূমি করিবারে স্বর্গধামে পরিণত!
তুমি না থাকিলে ধরা হ'ত জড়পিণ্ডবত।
যখন যে দিকে চাই, তোমারে দেখিতে পাই,
সর্ব্বময়ী করিয়াছ স্বর্গ মর্ত্ত অধিকার;
তোমাতে ভুবন রত তুমি সর্ব্ব মূলাধার।

২

কিরূপ ধরিয়া তুমি কি বেশে বিহার কর,—
জানিনা, ভুলিয়ে যাই পরশিলে তব কর;
মানব মরম দেশে, প্রবেশি অলক্ষ্য বেশে,
হৃদয়ের কক্ষে কক্ষে মায়া আলো জ্বেলে দিয়ে,
মায়াময়ি! কর খেলা মায়া রাজি প্রকাশিয়ে।
পরশিলে তব ছায়া, নরক স্বরগ কায়া,
অনন্ত সৌন্দর্য্য খেলে নর আঁখি ঝলসিয়া,
পিশাচ দেবতা হয় তব অঙ্গ পরশিয়া।

৩

হেরিলে তোমার মুখ সংসার মোহিত হয়,
বিমুগ্ধ জড়ের মত অবাকে চাহিয়ে রয়।
তোমার কারণে নদী ধায় বেগে নিরবধি,
শিলাখণ্ড ঠেলি পায় শত ধারা হ'য়ে বয়,
সুদূর জলধি সনে মিশিয়া কৃতার্থ হয়;
প্রভাতে কুসুম ফুটে, সমীরে সুগন্ধ ছুটে,

সমুদ্রে তরঙ্গ উঠে, জলদে বিজলী হাসে,
অনলে পতঙ্গ পড়ি ভস্ম হয় অনায়াসে।

৪

মায়ের হৃদয়ভূমে সুধাময়ী প্রবাহিনী
প্রবাহি জননী প্রাণ ভাসাওগো সুহাসিনি!
দম্পতীর প্রাণে মনে, কি যে খে'ল বরাননে,
স্বরগে নরক কর নরকে স্বরগ ভায়;
মৃত্তিকা সুবর্ণ কাচে হীরা জ্যোতি ঝলসায়।
উঠে রবি নভ তলে, কমলিনী ভাসে জলে,
দূরে থাকে বনস্পতি লতিকা লতিয়ে গিয়ে—
প্রসারি বিলোল ভুজ ধরে তারে জড়াইয়ে।

৫

তোমার কমল কর দেখ পরশনে আজি,
মরম কুসুমময়ী শোভায় উঠেছে সাজি;
অয়স্কান্ত মণি দূরে, অয়স হৃদয় পুরে,
কি অনন্ত আকর্ষণে টানিতেছে অবিরল,
তোমার বিচিত্র লীলা কে পারে বুঝিতে বল।
স্বর্গের সোপানে তুলে, কেননা পশিতে দিলে?
না দিবে পশিতে যদি, কেন তবে দেখাইলে!
নিদয়ে! ছলনা এত কোথা বল শিখেছিলে?

রাধিকার প্রতি সখীর উক্তি।

ব্রজপুর কমলিনি, কেঁদোনা লো আর ;
মুছে ফেল প্রাণসখি নয়ন-আসার।
উপপ্লুত শশী প্রায়, ও মুখ মলিন হায়,
নিরখিয়া ফেটে যায় বক্ষ গোপিকার।
রাধা বিনা ব্রজপুরে কিবা আছে আর ?

তব মুখ চেয়ে সবে রেখেছি জীবন,
রাধা আছে পাব পুনঃ শ্যাম দরশন !
বৃন্দাবন-বিলাসিনী, রাধা শ্যাম-সোহাগিনী,
কায়া ছাড়া ছায়া কভু রহে কি কখন ?
আবার আসিবে ফিরে ব্রজের রতন !

হেরলো যমুনা, সখি, প্রেম-গরবিণী,
দুখিনী পরের দুখে সাগরসঙ্গিনী।
যেন কল কল স্বরে, হৃদয় সান্ত্বনা করে,
বলে—কেন কাঁদ যত ব্রজের কামিনী !
আসিবেন পুনঃ ব্রজে শ্যাম গুণমণি।

কে জানিত কৃষ্ণচন্দ্র নিঠুর এমন !
কে জানে দহিবে হেন বিরহ দহন ?
আসিব বলিয়া গেল, পুনঃ ফিরে না আইল,
তীক্ষ্ণ ক্ষুরধারে বধি সরল জীবন,
গোপীর সর্ব্বস্ব হরি ক'রেছে গমন।

শ্যামের বিরহ জ্বালা সহেনা জীবনে।
ঘুড়াতে প্রাণের জ্বালা সে মধুভবনে—
যাব সখি ত্বরা ক'রে, তব শ্যাম চাঁদে ধ'রে,
পাতিয়া পিরীতি ফাঁদে, আনিব যতনে ;
রেখ ধ'রে বরাননে ! জলদবরণে।

মধুপুরে রাজা আজি শ্যাম গুণমণি ;
কত সুখে আছে ল'য়ে মথুরাবাসিনী !
হেরি আহিরিণী বালা, শ্যাম কি করিবে হেলা ?
শুনিবে না গোপিকার দুঃখের কাহিনী ?
তাহ'লে ধরিব তার চরণ দুখানি।

বলিব সকলে মিলি কাঁদিয়া কাঁদিয়া,—
চল শ্যাম ব্রজপুরে আবার ফিরিয়া ;
তোমা বিনা বৃন্দাবন, হয়েছে নিবিড় বন,
পশু পক্ষী অচেতন নীরবে পড়িয়া ;
কাঁদিবে তোমার প্রাণ সে দৃশ্য হেরিয়া !

গ্রাসিয়াছে ব্রজভূমি বিষাদ-রজনী,—
কতবর্ষ শুনি নাই বিহঙ্গের ধ্বনি।
ডালে ব'সি শুকসারী, কাঁদে ফেলি আঁখি বারি,
কদম্বের ডালে আর নাচেনা শিখিনী,
বহেনা উজানে আর যমুনা ভাবিনী !

কি এক বিষাদে ভরা নিকুঞ্জ-কানন,
নেহারিলে প্রাণসখা কেঁদে উঠে মন ;
ফুটেনা কুসুম হায়, বহেনা মলয় বায়,
আসেনাকো অলি আর করিতে গুঞ্জন ;
শ্মশানেতে পরিণত আনন্দ কানন ;

শ্যামহারা মৃতপারা রাধা বিনোদিনী—
ধরাসনে লুটাইছে ব্রজের কামিনী !
জনক জননী তব, শোকে অচেতন সব.
ফেলিতেছে আঁখিজল দিবস যামিনী,
তুলিতেছে অবিরল হাহাকার ধ্বনি।

সরলা গোপের বালা ত্যজি লাজভয়,
তোমার চরণে শ্যাম ল'য়েছে আশ্রয় !
অবলার প্রাণ হ'রে, এলে শ্যাম মধুপুরে,
নবকুল পেয়ে বুঝি ভুলেছ রাধায় ?
তোমা বিনা রাধিকার প্রাণ রাখা দায়।

তুখিনী রাধারে আর পড়ে নাকি মনে ?
ভুলেছ কি একেবারে সুখ বৃন্দাবনে ?
যমুনার জল খেলা, নিকুঞ্জে গোপীর মেলা,
কুসুমিত লতিকার ঘন আবরণে,
কেমনে ভুলেছ সখা সে সুখ মিলনে ?

মনে কি পড়েনা সখা যমুনা বেলায়
বাজাতে মোহন বাঁশী "আয় রাধে আয়" ?
গোপিকা আকুলহিয়ে, কুলমান বিসর্জ্জিয়ে,
দূরে ঠেলে ফেলে দিয়ে গুরুগঞ্জনায়
কলঙ্ক পশরা লয়ে ছুটে উভরায় !

কেমনে ভুলেছ সখা সে সব এখন !
নিমেষের তরে তব কাঁদেনা কি মন ?
যদি সেই সুখ সাধে আসিতে নারিত রাধে,
হতাশের রবে কেন ভরিতে ভুবন ?
যে রবেতে ব্রজাঙ্গনা হ'ত অচেতন ?

যদি ভুলে থাক সখা রাধিকা সুন্দরী
চন্দ্র বিকচিত সেই পূর্ণিমা শর্ব্বরী,
চল শ্যাম চল তথা, লয়ে যাই রাধা যথা,
কি অনলে জ্বলিতেছে দিবা বিভাবরী।
পাষাণে বহিবে সখা শোকের লহরী !

গোপিকার মর্ম্মব্যথা যদি নাহি শুনে,
যদি নাহি আসে শ্যাম এ ব্রজ-ভুবনে,
সখিলো কিহেতু আর, বহিব জীবন ভার.
জুড়াব বিরহজ্বালা যমুনা-জীবনে,
পাইব দেহান্তে সখি রাধিকা-রমণে।

শকুন্তলা।

১

এত চিন্তা কোথা হ'তে আসে ভাবি তাই।
মাস, বর্ষ, পল কত, অতীতের গর্ভগত,
ক্রমশঃ সকলি হত, চিন্তা গেল নাই!
বুঝি এই পয়োধরি পারাপার নাই।

২

ভাবিবার তরে বুঝি জনম আমার!
স্মৃতিচিহ্ন বক্ষে ক'রে, থাকিব জীবনে ম'রে.
বহিবে স্মরিয়ে স্বধু নয়নের ধার,
এই নয়নের জল শুখাবেনা আর।

৩

অয়ি চিন্তা! বনান্তরে তুমিই আমার
প্রিয়তমা সহচরী, তোমারে হৃদয়ে ধরি,
আশার আকাশ হেরি নিত্য অন্ধকার,
সম্মুখে বিষাদ সিন্ধু অনন্ত উপায়!

৪

যার তরে জ্বলিতেছি অনন্ত অনলে,
অশান্ত হৃদয় হায়! কেন তার দিকে ধায়!
কেন তার মুখ আঁকি হৃদয়ের তলে,
দেখিতেছি নিশি দিন ভাসি আঁখি জলে!

৫

তবুও তাহারে আমি বড় ভালবাসি।
বিষাদ জলদ দলে গভীর আরাবে চলে,
রহিয়াছে তারি তরে এ হৃদয় গ্রাসি।
তথাপিও তারে আমি বড় ভালবাসি।

৬

উদিলে চন্দ্রমা চারু রজত বরণ,
মনে হেন অনুমানি, যেন তার মুখ খানি
তাহার নিশ্বাস বলি হেন লয় মন,
কুসুম সৌরভ যবে করে বিতরণ।

৭

শিশিরে প্রেমাশ্রু তার করি বিলোকন!
বহিলে মলয় বায়, তাহারি কোমল কায়
পরশি শিহরি' উঠি, কোকিল কূজন—
মনে পড়ে তার সেই প্রেম আলাপন!

৮

কেমনে ভুলিব সই তার মুখশশী!
দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে, প্রলয় অনল জ্বলে,
বিশাল ব্রহ্মাণ্ড দহি, যেতেছে ঝলসি,
প্রলয় বহ্নির মাঝে কেন পুড়ি বসি।

৯

নিতি নিতি বাড়িতেছে অন্তর যাতনা!
কি করি কোথায় যাব, কেমনে নিষ্কৃতি পাব,
কিসে যুড়াইব এই দারুণ বেদনা?
কি আছে ঔষধ হেন জগতে বলনা?

১০

বহিতে পারিনা আর যন্ত্রণার ভার!
দিবানিশি যার তরে, হৃদয় আকুল করে,
চিন্তার অনলে পুড়ি হ'তেছি অঙ্গার,
জীর্ণ শীর্ণ তনু মম অস্থি চর্ম্ম সার!

১১

সে কি গো মুহূর্ত্ত তরে আমারে ভাবেনা?
স্বপনে হেরিয়া যারে, ভাসি সুখ-পারাবারে,
কোথা স্বর্গ তার কাছে হয় কি গণনা?
সেই সুখ, সেই শান্তি সেই তো কামনা।

১২

সেই স্বর্গ, সেই পুণ্য তীর্থ পবিত্রিত,
সেই ধ্যান সেই জ্ঞান, সেই মন সেই প্রাণ,
আমার সর্ব্বস্ব সেই ধমনী শোণিত,
এই দেহ এই বিশ্ব তাহাতে গঠিত।

১৩

সে দিনের কথা, হায়, ভুলিব কেমনে!
যেই দিন সে প্রথমে আঁখি আঁখি সম্মিলনে,
অপার্থিব স্বর্গ-সুখে ডুবাইল মন;
ফাটে প্রাণ আজি তাহা করিয়া স্মরণ।

১৪

জানি নাই মাতৃস্নেহ, জননী কেমন;
হেরি নাই কোন দিন ভ্রাতৃ-স্নেহ সীমাহীন,
নিরুপমা সহোদরা সুধায় গঠন—
কে জানে কি স্নেহ ধরে, হেরিনি কখন!

১৫

স্নেহের জনক মম কণ্ব মহাঋষি;
ভূতলে স্বরগ-সার, পবিত্র আশ্রম যাঁর,
পুণ্যের প্রভাবে শান্তি বহে দিবানিশি,
কোথা সেই ঋষিবর পরম হিতৈষী?

১৬

আশিষিলা স্নেহে পিতা সকরুণ স্বরে—
"যাও বৎসে শকুন্তলে, সুখে র'বে মহীতলে,
রাজরাজ্যেশ্বরে তুমি বরিবে আদরে,
ক্ষিতীশ্বর জন্মিবেন তোমার জঠরে"।

১৭

কভু নাহি মিথ্যা হয় মুনির বচন,
আমার অদৃষ্ট-ফলে, স্থধা পূর্ণ হলাহলে,
তপঃ-প্রাণ তাপসের অব্যর্থ বচন,—
দারুণ নিয়তি আজি করিল লঙ্ঘন?

১৮

আশৈশব যথা সুখে হ'য়েছি পালিত,
মনে পড়ে সেই কথা, সেই তরু, সেই লতা,
কুটীরের দ্বারে কত কুরঙ্গ নাচিত,
মধুর প্রভাতে সুখে বিহঙ্গ গাহিত;

১৯

স্মরি সেই ভূতকথা চিত্ত ভেসে যায়;
শৈশব-সঙ্গিনী সনে, বেড়া'তাম বনে বনে,
মাধবীরে জড়াইয়া তমালের সনে
বাঁধিতাম দু'জনারে বিবাহ বন্ধনে।

২০

কোথা আজি সেই দিন আমি বা কোথায়!
এ নিভৃত বন দেশে, একাকী বিরলে ব'সে,
পবিত্র অন্তর সেই ভাবি, উভরায়
ভাসিতেছি ভগ্ন প্রাণে নয়ন ধারায়!

২১

কোথায় রহিলে, সখি, কর দরশন!
তোমাদের শকুন্তলা, শোকে তাপে কি বিহ্বলা,
পরিত্যক্তা অভাগিনী করিছে রোদন;—
ছায়া সম যার সঙ্গে করিতে ভ্রমণ।

২২

জানি নাই ভালবাসা, প্রণয় কেমন!
পাষাণে বহিল জল, শস্যে পূর্ণ মরুতল,
দরিদ্র পাইল, হায়! রাজ-সিংহাসন,
চকোরের কত ভাগ্যে চন্দ্র-পরশন।

২৩

নাহি কি দয়ার লেশ বিধাত-অন্তরে?
দিয়া রত্ন কর-তলে, কাড়িয়া লইল ছলে,
দেখাইয়া পূর্ণশশী শারদ-অম্বরে
আঁধারিল পুনরায় কালজলধরে।

২৪

পারিনা সহিতে আর যন্ত্রণা-দহন!
মনে করি ভুলে যাব, বৃথা আর না ভাবিব,
ভাবিব না ভাবি, কিন্তু বুঝে নাকো মন,
সে কেন আমারে তবে করে না স্মরণ।

২৫

নিরমল ভালবাসা প্রণয় রতন !
দেবতা-দুর্ল্লভ ধন, এই রত্ন অতুলন,
সহস্র বেষ্টনে মন ক'রেছে বেষ্টন,
কেমনে ভুলিব, সে কি ভুলিবার ধন ?

২৬

তা'র জ্যোতিঃ লয়ে বিধি জগত গঠেছে,
নতুবা যেদিকে কেন, চেয়ে দেখি তারে হেন.
সেই মূর্ত্তি, সেই হাসি, সেই বিরাজিছে,
মানস-মুকুরে সেই মুখ ঝলসিছে !

২৭

যাহারে হেরিলে আমি ভুলি আপনারে,
সেই স্বর্গ ধরাতলে, সেই মোক্ষ অন্তঃকালে,
মরুভূমে বহে নদী অমৃতের ধারে—
যার স্মৃতি অন্ধকারে আলোক সঞ্চারে।

২৮

ভাবিতেছি দিবানিশি অদৃষ্ট ! তোমায়,
এত দুখ যার তরে, সহিতেছি অকাতরে,
মুহূর্ত্ত স্মরণ সে যে করে না আমায় !
স্মরিলে বিদরে হৃদি আঁখি ভেসে যায় ।

২৯

সেই দিন ! সেই দিন ! ভুলিবে কি মন ?
নয়নের সম্মিলন, সে প্রথম দরশন,
যূথিকা, মালতী, জাতী ফুটিল মরমে,
হেঁসেছিল পূর্ণ-চন্দ্র হৃদয়-গগনে।

৩০

কুলটা বলিয়া পরে ফিরালে বদন,
কোটি বজ্র সেই কালে, কেননা পড়িল ভালে,
কেননা হৃদয় হ'ল চূর্ণ বিচূর্ণ,
কেননা হইল অন্ধ দুখিনী-জীবন।

৩১

না জানি কি অপরাধ ক'রেছি চরণে,
তাই আজি প্রত্যাখ্যানে, অশ্রুজলে ভগ্নপ্রাণে
লক্ষ্যহীনা একাকিনী পড়িয়া কাননে ;
একমনে চেয়ে আছি সেই মুখপানে।

৩২

দিন গেল, মাস গেল, বর্ষ অবসান,
কত সূর্য্য উঠেছিল, কত চন্দ্র মিলাইল
হাসিল ব্রততী কত পরি ফুলদাম ;
কত পিক-কলকণ্ঠে ফুরাইল গান।

৩৩

এত দিন আছি প্রাণ বাঁধিয়া পাষাণে,
আশা বিম্বাধরে হাসি, আঁধারে বিজলী রাশি,
নেহারিয়া রাখিয়াছি সুধু এ পরাণে;
তা’ না হ’লে কে থাকিত এ মায়া-বন্ধনে!

৩৪

বিকসিত ফুলজালে আশার বল্লরী,
অদৃষ্টের দোষে, হায়! আজি যে শুখায়ে যায়,
অবিরল আঁখিজল বরিষণ করি;
সজীব করিয়া আর রাখিতে না পারি।

৩৫

এত দিনে যদি দয়া হইল না মনে,
এ জনমে দয়া আর, হইবে না পুনর্ব্বার;
বনবালা আমি, তুমি রাজসিংহাসনে,
দুঃখিনীরে বল তবে চিনিবে কেমনে!

৩৬

চিনিও না তুমি, নাথ, দুঃখিনী বালায়!
এ শূন্য-হৃদয় নিয়ে, আঁখি-জল বরষিয়ে,
অনাথিনী ছিনু যথা সেইরূপে, হায়,
যাইব অন্তিমে চলি, নাহি ক্ষতি তায়।

৩৭

কত শত রাজবালা রূপের প্রভায়,—
জিনিয়া তড়িতলতা, বরণে চম্পক গাঁথা,
ঘন-কেশ আনিতম্ব চরণে লুটায়,—
হীরক-মুকুতা-হেমে আবরিত কায়,

৩৮

আসিয়া আদরে তব সেবিবে চরণ;—
শত রাজরূপসীরে ত্যজিয়া, এ অভাগীরে
কোন গুণে, কোন ভাগ্যে করিবে স্মরণ?
তার মাঝে বনবালা শোভে কি কখন?

নাহি কাজ দুরাশায় আর, প্রিয়তম,
এ বন বিজনে পড়ি, তোমার চরণ স্মরি
থাকিব, হৃদয়ান্তরে রাখিয়া তোমায়;
কাটাইব আমরণ তব তপস্যায়।

৪০

তব কণ্ঠে মরমের প্রেম-ফুল-হারে
সাজাইনু, প্রিয়তম, সেই মালা বিবরণ
হইবে না কোন দিন, শ্মশানে অঙ্গারে
যত দিন পরিণত না করে আমারে!

৪১

শত সুখে থাক তুমি, রাজরাজেশ্বর,
শত রাজেন্দ্রাণী দলে, শত ফুল্ল শতদলে,
গাঁথি মালা বেড়ুক ও রাজ-কলেবর ;
তারকার মালা যথা বেড়ে শশধর।

৪২

আছ তুমি শত সুখে রাজ-সিংহাসনে,
থাকি এই বনান্তরে, শুনিয়া শ্রবণ ভ'রে,
কি সুখে সুখিনী হব বলিব কেমনে ;
মম সুখ দুঃখ যত গাঁথা তব সনে।

৪৩

কায়মনে বিধাতার ধরিয়া চরণ,
তোমার মঙ্গল তরে, ডাকিব যে সকাতরে,
অমঙ্গল যেন নাহি করে পরশন
তোমারে, এ দুঃখিনীর এই আকিঞ্চন।

মরণ !

থাকিয়া কি ফল আর,
এ দুঃখের কারাগারে,—
যেখানে নিরাশা-নদী
বহে সদা আঁখি-ধারে ;

আশার প্রদীপ যথা
কাল-বায়ু পরশনে,
আঁধারিয়া হেম-গৃহ
নিভে যায় প্রতিক্ষণে।

আমরণ তপস্থায়
ফলে নাকো যথা ফল,
দেবতা সদয় নয়,
সার মাত্র আঁখিজল।

অতৃপ্ত বাসনা-ফুল
অকালেতে পড়ে ঝ'রে,
কি কাজ সে দেশে থাকি ?
চল যাই দেশান্তরে।

শুনেছি জীবন-অন্তে
আছে এক শান্তি-স্থল ;
সে নাকি দগধ প্রাণে
ঢালে সুধা অবিরল।

"মরণ" "মরণ" সেই
অতি সুধা-মাখা নাম,

স্পর্শিলে জুড়ায় হৃদি,
পূর্ণ চির মনস্কাম।

কোথায় মরণ-রাণি!
এস, দেবি, দেখা দাও;
চির অবসন্ন হৃদি,
স্নেহ-ক্রোড়ে তুলে নাও

এ জীবনে মা আমার
আর কোন সুখ নাই,
তাই গো নিয়ত তব
চরণে শরণ চাই।

এত যে আকুল প্রাণে
ডাকিতেছি নিশি দিনে,
দুখিনী বলিয়া কি গো
হ'য়েছ মমতা-হীনে।

মাতার হৃদয় যে মা
সদা পূর্ণ স্নেহ-নীরে,
বিলায় সন্তানে মাগো
অকাতরে সুধা ক্ষীরে।

মা হ'য়ে নিদয়া এত
কেন মা সুধাই তোরে,
সুকোমল হৃদিতল
পাষাণে কি বেঁধেছ রে !

আঁধার অবনীতলে
আঁধার হৃদয়-ভূমি,
এ চির-তমসা-দেশে
রূপসী বিজলী তুমি।

তব করুণায়, দেবি,
এ আঁধার দূরে যাবে,
অনন্ত আলোক-রাজি
চির তরে শোভা পাবে।

যে ডাকেনা কোন দিন—
তারে হেসে দেখা দাও,
যে তোমারে সাধে, দেবি,
তারে নাহি ফিরে চাও।

কেমন হৃদয় তব !
কেমন পাষাণ মন !

বুঝিতে যে পারি না মা
কি তোমার আরচণ !

পাষাণী মমতা হীনা
খ্যাতি তব চরাচর,
আমি স্নেহ-ময়ী ব'লে
ডাকিতেছি নিরন্তর।

এস মা মমতা-ময়ি,
নাও মোরে কোলে তুলে,
অনন্ত যাতনা-রাশি
তা' হ'লে যাইব ভুলে।

চির-দুঃখী যেই জন
তুমিই সহায় তার,
অপার করুণা ক'রে
ঘুচাও হৃদয়-ভার।

সারাটি জীবন, হায় !
কি জ্বালায় জ্বলিতেছি ;
কি শল্য বিঁধিয়া প্রাণে
বেঁচে ম'রে রহিয়াছি।

বহিতে পারি না আর
এ পোড়া জীবন ভার !
তুমি বিনা কে যুড়াবে,
ভবে কেহ নাহি আর ।

বড় পরিশ্রান্ত হ'য়ে
ল'য়ে ক্লান্ত দেহখানি,
এসেছি তোমার কাছে
ওগো মা মরণ রাণি !

বিশ্রাম-দায়িনী তুমি
চিরশান্তিময়ী মাগো !
শান্তিকণা বিতরণে
কৃপণতা করোনা গো ।

তব কর-পরশনে
নূতন জীবন পাব,
চির ফুল্ল হাসি মুখে
নব রাজ্যে চ'লে যাব ।

অবনীর অধীনতা
দিয়া চির বিসর্জ্জন,

স্বাধীন সমীর সেবি
যুড়াইব দগ্ধ মন।

খরধার অসি সম
অবনীর অত্যাচার,
ছিঁড়িয়ে মরম গ্রন্থি,
জাগাবে না দুঃখ আর।

আর্ত্তের রোদনে আর
বিঁধিবেনা হিয়া তল,
পীড়িতের যাতনায়
ঝরিবে না আঁখিজল।

দলিত কুসুম সম
পতিহীনা অভাগীরে—
নেহারি করুণমুখ,
ভাসিব না দুঃখ-নীরে।

আঁখিমণি হারা হ'য়ে,
জননী পাগল-প্রাণ;
গাহিবে না যথা মাগো
কাতরে বিষাদ গান।

ও ক্ষুদ্র পাখীর মত
অই নীলিমার দেশে,
অমনি স্বাধীন প্রাণে
বেড়াব সমীরে ভেসে।

শুনিয়াছি দয়াময়ি,
সে দেশের বাসী যত;
থাকে না কি তারা সবে
চিরানন্দে অবিরত।

শোক দুঃখ জরা আদি
তথা না পশিতে পারে,
বহে না নিরাশা-নদী
বিষাদের বীচিহারে।

বাসন্তী পূর্ণিমানিশি—
কোমল হীরক ভাসে,
হাসে নাকি প্রতিদিন
তথাকার নীলাকাশে।

নির্ম্মল-রজত-নীরা-
সরসী-সলিল'পরে

কনক কমলরাজি
শোভা করে থরে থরে।

অলস লহরী কোলে
ছড়ায়ে রজতধারা,
রাজহংস খেলা করে
আনন্দে আকুল পারা।

মনোহর প্রভাতের
কনক কিরণাসার ;
সন্ধ্যার কোমল ছায়া,
ভালে সিঁথী তারকার।

পাখী গায় মোহময়
ভাসায়ে গগনতল ;
কাননে কুসুম ফুটে
রূপে করে ঝলমল।

কুসুম-সৌরভ মাখি
আনন্দে অধীর হ'য়ে,
কাঁপায়ে লতিকা যায়
উদাসী মলয় ব'য়ে।

চির সুখময় দেশে
বহে সুধাপ্রবাহিণী,
অনন্ত যৌবনে যথা
খেলে শত বিনোদিনী।

রাখি এ মাটির দেহ
এ দুঃখের ধরাতলে,
এস এস কৃপাময়ি,
সেই দেশে যাই চ'লে

জ্বলিব না যথা মাগো
তপ্ত বহ্নি সাহারায়,
অগ্নিরাশি চাপি বুকে
ফাটিব না শতধায়।

তোমার শীতল কোল
কত সুখ শান্তিধাম,
কি জানে, অতৃপ্তানলে
জ্বলেনি যাহার প্রাণ।

এস মাগো দয়াময়ি,
আদরের আদরিণী,

বন-ফুল-হার।

আদরের সম্ভাষণে
ডাকে কন্যা অভাগিনী।

বিলম্ব ক'রোনা মাগো,
কাঁদে প্রাণ দিবানিশি ;
তোমার শীতল কোলে
এখনি যাইব মিশি।

অনন্তের যবনিকা
ধীরে ধীরে প্রসারিয়া,
চিরন্তন অন্ধকারে
ফেল মাগো আবরিয়া।

নাহিক নয়ন-মণি
নিষ্প্রভনয়নে যার,
কিরূপে জানিবে সে মা—
কত শোভা পূর্ণিমার।

মরণান্তে আছে আশা,
হেথা আশা অবসান !
তাই মা আশার ডোরে
এখনো যে বাঁধা প্রাণ।

অনন্য তপস্যা এই
শত সাধ্য আরাধনা—
সকলি বিফল হবে,
ফুরাইবে এ বাসনা !

এমন সোণার দেহ
করি ভস্মে পরিণত,
মিটিবে অতৃপ্ত প্রাণে
আকুল বাসনা যত !

এই কি মা এ জগতে
মানবের পরিণাম !
কাঁদিবে অতৃপ্ত হৃদি,
হবে সব অবসান।

হবে দেহ ভস্মস্তূপ—
এ বাসনা কোথা যাবে ?
আকুল অতৃপ্ত প্রাণে
আকাঙ্ক্ষায় কে মিটাবে ?

রাখি এই দেহ খানি,—
আকুল অতৃপ্ত হিয়া,—

জগতের অলক্ষিতে,—
শূন্যে শূন্যে যাব নিয়া !

গিয়া মা মরণ রাণি !—
তোমার সে দূরান্তরে,
অমর অক্ষয় আশা
মিটাইব প্রাণ ভ'রে !

কার সাধ্য ছিঁড়ে নিবে
এ কণ্ঠের হার মম !
অয়সের সনে এ যে
চুম্বকের আকর্ষণ !

নাও মা চুম্বক খানি
অনন্তের পরপারে,
প্রকৃতির আকর্ষণে
টানিবে অয়স ভারে !

অকূল জলধি এই
পড়িয়া থাকিবে হেথা,
শত বাধা অতিক্রমি
দুজনে মিলিব সেথা।

অতৃপ্ত বাসনা এ যে
চুম্বকের আকর্ষণ ;
দুটী প্রাণ এক হবে,
কে করিবে নিবারণ !

উপহার !

কত আশা ক'রে,
কত সাধ ভরে,
ডেকেছিলাম যে তোমারে ;
কেন শশী হাসি,
কেন ফুলরাশি—
ফুটাইলে এই আঁধারে !

২

সুখে থাক তুমি,
তব মুখ চুমি,
ফিরে যাই দুঃখ আগারে ;
যাই যাই করি,
যাইতে না পারি,
ভাসে বুক আঁখি-আসারে ।

৩

তুমি— জীবনের ধন,
হৃদয় রতন,
প্রেমের পরশ-মণি রে ;
বড় ভালবাসি
ও মধুর হাসি,
ও আনন সুধা-খনিরে।

৪

সদা— হেন ইচ্ছা হয়—
ওহে প্রেমময়,
হৃদয় মাঝারে রাখিয়া ;—
অচঞ্চল চিত,
পলক রহিত,
নেহারিয়া যাই ডুবিয়া।

৫

যেন— এ চেতনা রাশি
স্রোতে যায় ভাসি,
অচেতনে থাকি পড়িয়া ;
উথলিবে সুখ,
ওই চাঁদ মুখ
দিবস রজনী হেরিয়া।

৬

হায়— তোমা বিনা আর
কি আছে আমার
তুমিই জীবন শরীরে ;
সংসার সাগরে,
আঁধার অম্বরে
ধ্রুবতারা রূপে হেরিরে।

৭

আমি— তোমারি আলোতে
অনন্ত পথেতে
যাই— অনন্ত গগনে ছুটিয়া ;
সৌর আকর্ষণে—
আহ্নিক অয়নে
মহী যথা ফেরে ঘুরিয়া।

৮

আমার— তুমিই ধরম,
তুমিই করম,
তুমিই মহীতে দেবতা ;
আমরণ মন
তব আরাধন
করিবে, নাহিক অন্যথা।

৯

হায়— কোন ছার স্বর্গ,
কোথা চতুর্ব্বর্গ,
কেবা চায় তারে লভিতে
এ হ'তে অধিক,
তুমি প্রাণাধিক,
শান্তি প্রীতিময় মহীতে।

১০

আমি— কত বর্ষ ধ'রে,
থরে থরে থরে
রেখেছিনু আহা সাজায়ে :
প্রেম-পুষ্প গুলি
অনুরাগে তুলি,
সোহাগ চন্দন মাখায়ে।

১১

আজি — মিটাইতে আশা,
বারিতে পিপাসা,
মলিন মরম কুসুমে ;—
গেঁথেছি মালায়,
নয়ন ধারায়
ভিজাইয়া, আহা যতনে।

১২

দেখ— আমি দীনা অতি,
তুমি কোটিপতি,
সঁপিব— দীন উপহার কেমনে;
বাসি ফুলহার
অযোগ্য তোমার,
তবুও আশার ছলনে—

১৩

ধর— দিই করে তুলি,
ভালবাস বলি
ঠেলিবে না জানি চরণে,
ব্যথিত হিয়ায়
বিদায় বিদায়,
রেখো অভাগীরে স্মরণে।।

বেদব্যাস।

১

দ্বাপরেতে অবতরি,
দ্বৈপায়ন নাম ধরি,
অবনীতে ধর্ম্ম-জ্যোতি করিলে প্রকাশ

মানব হিতের তরে,
বেদ রত্ন থরে থরে
সাজাইলে, তাই তব নাম বেদব্যাস।

প্রশান্ত তাপস প্রাণ,
জীব-দুঃখে ম্রিয়মাণ,
জাগিল হিয়ায় এক নূতন স্বপন ;
সঙ্কল্প করিয়া মনে,
বসিলে গভীর ধ্যানে,
উঠিল সে সমাধিতে অমূল্য রতন।
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম,
মিলে চতুর্ব্বর্গ ধাম,
অমৃত ভারত গীত করিলে সৃজন।

৩

অনন্ত রতনাগার,
তুলনা মিলেনা যার,
কত রত্ন ধরে সেই যক্ষের ঈশ্বর ?
তা'হ'তে অধিকতর,
কোটী মণি একত্তর,
অপূর্ব্ব জ্যোতিতে জ্বলে নিন্দিয়ে ভাস্কর

৪

ঘুচে গেল অন্ধকার,
উজলিল এ সংসার,
খুলে দিলে স্বরগের রতন দুয়ার।
"হরিনাম কর সার,
ভবার্ণবে হবে পার,
হরিনাম বিনা ভবে কিছু নাই আর"—

৫

শিখাইলে এই নীতি,
শিখাইলে ভক্তি প্রীতি,
ঘুচাইলে নয়নের ঘোর আবরণ;
আঁধারে আলোক ভেসে,
কি এক অপূর্ব্ব বেশে,
কি এক মহান্ জ্যোতি ঝলসে নয়ন।

৬

শুনালে ভক্তির জয়,
দেখালে পাপের ক্ষয়,
কৌশলে অমৃত-বিষ সঞ্চারি যতনে;
পাণ্ডব কৃষ্ণের প্রাণ,
গোলোকে পাইল স্থান,
নির্ম্মূল কৌরব কুল অধর্ম্ম কারণে।

৭

কত শত বর্ষ গত,
অন্যায় সমরে হত—
বীরেন্দ্র উজ্জ্বল ছবি অর্জ্জুন-নন্দন ;
বিবসনা দ্রৌপদীর.
ঝরিছে নয়ন নীর,
কার নাহি ঝরে আঁখি করিলে স্মরণ ?

৮

তুমি দেখাইলে যেই,
দেখিল সকলে তেই,
একাধারে শোক হর্ষ অপূর্ব্ব মিলন ।
আজি বঙ্গে ঘরে ঘরে,
তাই রত্ন দীপ্তি করে,
ভারতে ভারত গ্রন্থ দুর্লভ রতন ।

৯

রবি শশী যত কাল,
ঢালিবে কিরণ জাল
গ্রহ তারা জীব জন্তু মেদিনী থাকিবে,
এ সব মানব কায়—
যত দিন প্রাণ হায়
থাকিবে, তোমার নাম সকলে গাহিবে

১০

প্রভাতে অরুণ করে,
জগত আনন্দ ভরে,
বিভু নাম গান করি উঠে গো জাগিয়া ;
ভারতের নর নারী,
সে সঙ্গে তোমারে স্মরি,
দেব ভাবে পূজা করে হৃদয়ে স্থাপিয়া।

১১

ধন্য তুমি মহামুনি,
তোমার চরণে নমি,
প্রীতি অর্ঘ্য ভক্তি পুষ্পে করিগো পূজন।
প্রতিদিন নবভাবে,
নর-হৃদে বিরাজিবে ;
ভারতে ভারত-কবি করিয়া স্মরণ
জাগিবে হিয়ার মাঝে অপূর্ব্ব স্বপন

পতনোন্মুখ গোলাপ !

১

নিদাঘে প্রবল বায়ু দ্রুত ব'হে যায়,
কে অই গোলাপ উটি—
বিষাদের কোলে লুটি,
নিষ্প্রভ মণির মত মলিন আভায় ?
কেন এ প্রান্তর দেশে,
এমন মলিন বেশে,
একাকী কাটায় দিন কার প্রতীক্ষায় ?

২

বড় দুঃখী বন্ধু হারা, থাকিতে সংসারে
চায়না মানস হায়,
যেন কোথা যেতে চায়,
কার যেন মুখ পানে চায় বারে বারে :
শূন্য দৃষ্টে শুধু চায়,
খুঁজে যেন নাহি পায়,
বুজে আসে পাতা দুটি আঁখির আসারে।

৩

কত সুষমায় পূর্ণ ছিল এ কানন !
আপনি মলয় বায়,
চামর লইয়ে হায়,
বিজলিত কত সাধে করিয়ে যতন ;

প্রকৃতি যতন করি,
স্নেহের উরসে ধরি,
নব ভাবে নিতি নিতি ক'রেছে পালন।

৪

কোমল সন্ধ্যার ছায়া ঘন আবরণে
ঢাকিলে কানন কায়,
সরসে ফুটিত হায়,
হরষে হাসিত চাহি অমল আননে ;
অস্ফুট আলোকাভাসে
বিরাজিয়া নীলাকাশে,
তুষিতেন কলানিধি সুধা বরিষণে !

৫

আহা হেথা চারি দিক করিয়া বেষ্টন
ছিল পুষ্প অগণন—
রূপে গন্ধে মনোরম,
শৈশবের সহচর আনন্দ-বর্দ্ধন ;
আজি একে একে তারা,
হ'য়ে যত শোভা হারা,
কোন্ দেশে কোন্ বেশে করেছে গমন !

৬

এক বৃন্তে যার সহ ছিল রে ফুটিয়া,
ভাবিত মনেতে দুটি,—
এইরূপে রবে ফুটি,
এমনি তারার পানে আকাশে চাহিয়া:
কত স্নেহ ভালবাসা,
কত সুখ কত আশা,
আজি দেখ সে সঙ্গিনী প'ড়েছে ঝরিয়া

৭

ফুটেছিল বুকে ধরি মধু নিরমল,
আজি সে উরস'পরে
অমিয় নাহিক ঝরে,
ঝরিয়াছে দলগুলি শুষ্ক হৃদি তল:
চুমিতে ও বিম্বাধর,
নাহি আসে মধুকর,
তুষিতে গোলাপ রাণি! গুঞ্জরি কোমল

৮

কেঁদনা কুসুম আর তুহিনের ছলে,
এখনি বহিবে বায়ু—
হরিতে তোমার আয়ু,
খসিয়া পড়িবে এই বসুধার তলে;

সঙ্গিনী সকলে যথা
গিয়াছে, যাইবে তথা,
জ্বলিবে না তাহাদের বিরহ-অনলে।

৯

এখনি সঙ্গিনী সনে করিবে শয়ন;
অণু পরমাণু গুলি
ক্রমে ক্রমে যাবে খুলি,
অণু সঙ্গে অণু রাশি হইবে নির্ব্বাণ;
আবার নূতনভাবে,
নব দেশে চ'লে যাবে,
প্রকৃতি স্নেহের কোলে ফিরে দেবে স্থান।

১৮৯৭ সালে মহারাণী ভারতেশ্বরীর

হীরক-জুবিলী।

আজি শুভদিন ভারত ভবনে,
আনন্দ লহরী বহিয়ে যায়;-
নূতন শোভায় সজ্জিত ভূষণে,
ভুবন সুন্দরী নগরী কায়।
আজি ষষ্টিবর্ষ ভারত সাম্রাজ্য
শাসন করেন ভারতরাণী;

তাঁহারি হীরক জুবিলী কারণে,
আজি আকুমারী আনন্দ ধ্বনি।
আজি দিবা সতী হাসে ফুল্লমুখে,
আজি নিশীথিনী মধুরে ভরা;
আজি দিনমণি তপ্ত হেমময়,
আজি শশি-শোভা কত মনোহরা!
প্রতি গৃহ শিরে প্রদীপের মালা
জ্বালিয়াছে শত অমরী আসি:
ভারতের গলে এত দিন পরে,
কে গাঁথিল হারে হীরক রাশি?
শত বজ্রনাদ গরজিছে মুহু,
উগারি ভীষণ অনল রাশি;
ব্রিটিশের নামে আকুমারী কাঁপে,
উঠিছে জগত চমকি ত্রাসি।
অনশনে মৃত অর্দ্ধা-শনাহত—
ভারত-হৃদয় শ্মশান প্রায়;
পূর্ব্ব শোক ভুলি বাল বৃদ্ধ যুবা,
মেতেছে আনন্দে ডুবায়ে কায়।
অর্দ্ধ-সসাগরা ধরিত্রী মণ্ডল
শাসন করেন ভারত রাণী;
প্রতাপে তাঁহার কাঁপে নভঃ গিরি,
প্রণত জলধি জুড়িয়ে পাণি।

নদ-নদী-কূল আনন্দে আকুল,
শুভ সমাচার বহিয়ে যায়;
দেশ দেশান্তরে নগরে নগরে,
ভারতরাণীর মঙ্গল গায়।
বিজয় পতাকা প্রতি গৃহ শিরে
উড়িছে, অনিল মধুরে বয়;
আজি শুভদিনে অকাল বসন্তে,
ফুটিয়াছে কত কুসুম-মথ।
ভুবন-বিজয়ী ব্রিটিশ নিশান—
হিমালয় শিরে উড়েছে আজ;
হৃদে ভক্তি ভরা নেত্রে অশ্রুধারা,
মঙ্গল গাহিছে অচলরাজ।
তোমার কৃপায় তোমারি পালনে,
সুখে আছে যত ভারতবাসী;
এস মা ঈশ্বরি, প্রক্ষালি চরণে,
ঢালিব ভকতি কুসুম রাশি।
এই শুভদিনে, কোন্ দূরান্তরে
র'হেছ জননী ভারত-রাণি;
এস মা নিকটে, শুনি ভক্তি-ভরে—
তোমার সহস্র আশীষ-বাণী।
এসে একবার শোন দয়াময়ি,
তব স্নেহময় পবিত্র নামে—

প্রতি ঘরে ঘরে নরনারী কণ্ঠে,
কি আনন্দ ধ্বনি ভারতধামে।
তুমি মা জননী, ত্রিকোটী সন্তান—
দেখেনি তোমার স্নেহার্দ্র মুখ;
সেই অদর্শন কত দুঃখময়,
আজি যে মা দুঃখে বিদরে বুক!
শুনিয়াছি তুমি করুণার খনি,
মায়া মমতায় হৃদয় ভরা;
এস দয়া করি, হেরিতে তোমায়—
আজি হিন্দুভূমি আকুল পারা।
আসিবে না তুমি, নাহি ক্ষতি তায়,
কি ভাগ্য এমন ভারত ধবে;
শুন মা জননি, থাকি দূরান্তরে,
দুঃখিনী-রোদন করুণ স্বরে।
কি বলিব আর আমি অনাথিনী—
দরিদ্রা দুঃখিনী বঙ্গের বালা;
সম্বলবিহীনা এ নিখিল ভূমে,
মরমে দারুণ বৈধব্য জ্বালা।
কি দিয়ে পূজিব চরণ তোমার,
কোথা পাব হেম রতনমণি?
আছে আঁখিজল গাঁথি মালা তায়,
দিব উপহার ভারত-রাণি।

চির-দুঃখিনীর ভক্তিপ্রীতি-ময়,
মরমের ফুলে কুসুম হার—
ধরগো জননি, ঠেলনা চরণে—
এই সাধ ভিন্ন কি আছে আর।

ছিন্ন-ফুল।

স্নেহ-সরোবরে সোণার কমল,
শোভায় ফুটিয়াছিল;
নিরদয় কাল এসে গুপ্তবেশে,
তাহারে ছিঁড়িয়া নিল।

ফেটে যায় বুক নিরখি নয়নে,
আকুল মৃণাল হায়!
শোকের তরঙ্গ উঠিল উছলি,
বিধূনি সরসী-কায়।

কত যে যতন, কত যে মমতা,
আশৈশব যত কথা;
মরমে মরমে বিঁধিতেছে শেল,
কেন স্মৃতি দাও ব্যথা।

কেন ফুটে ফুল ; কেন যায় ঝ'রে,
একি বিধাতার খেলা ;—
কে বুঝিবে বল ? মুছ আঁখি জল
ওগো পাগলিনীবালা !

জীবনের ধন দিয়া বিসর্জ্জন
কালের সাগরে হায় ;
শতবর্ষ ধরি কাঁদিলে এমনি,
পাবে কি ফিরিয়ে তায় ?

কেন এসেছিল, কেন চ'লে গেল,
তার তত্ত্ব কেবা জানে ;
কোথা সেই দেশ ? মালিন্যের লেশ
নাই বুঝি সেইখানে।

(বুঝি) মরতের বায় বহে না তথায়
নরশ্বাস বিষ ভার ;
(তাই) এত হাহাকারে ডাকিলে তাহারে,
উত্তর না দেয় আর।

খেলা ফেলে গেছে, তাই ডাকি পাছে,—
আয় ধন চ'লে আয় ;

কই আসিল না, চির নিরুত্তর !
কাঁদিতেছে উত্তরায়।

ডাকি সকাতরে সাড়া নাহি পেয়ে,
বিষাদে ভূমে লুটায় ;
সখীগণ যত কত যে ব্যথিত,
কত মর্ম্মাহত হায়।

সাড়া তো দিল না, কই ফিরিল না,
গেল তবে কোন্ দেশ ?
কার শান্তি ক্রোড়ে ল'ভেছে আরাম,
জুড়াতে পার্থিব ক্লেশ।

থাক চির সুখে চির নিদ্রা কোলে—
অনন্ত শান্তির ছায় ;
কেঁদেছি অনেক, কাঁদিব আবার,
য'দিন জীবন হায় !

এই আঁখি বারি বিন্দু বিন্দু করি
গাঁথিয়ে শোকের মালা ;
কালের সাগরে তরঙ্গ উপরে
ফেলিয়ে জুড়াব জ্বালা !!

বিদায়

১

যাই তবে প্রাণাধিক যাই এই বার,
কলকণ্ঠে করে দেখ কোকিল ঝঙ্কার ;
ভরি দিশি ফুলবাসে
বিধুমুখে উষা হাসে,
তারা সিঁথী খুলে ফেলি যামিনী পোহায়,
সুখ তারা ম্লান মুখে নীলিমে লুকায়।

২

এস নাথ একবার হৃদয়ে আমার,
চাপিব হৃদয়ে মুখ কমল সম্ভার ;
এ হৃদি অনলাচল—
বহ্নিরূপে আঁখি জল
প্রবাহিয়া করিতেছে অনল উদ্গার,
যাতনায় বক্ষঃস্থল ফাটে অনিবার।

৩

কোথায় ছিলাম পড়ি দূর বনবাসে,
আসিলাম পূরাইতে কোন্ অভিলাষে ?
কত ঝড় বৃষ্টি স'য়ে,
আকুল উন্মাদ হ'য়ে,

আসিলাম জলস্থল করিয়া বিদায়,
ধরিবারে বক্ষঃস্থলে সর্ব্বস্ব আমার।

৪

তুমি বিনা অভাগীর কে আছে সংসারে,
জড়ায়েছি তাই কণ্ঠে অই মণিহারে;
নরক অনল রাশি,
ত্রিদিবের সুখ হাসি,
ইহলোক পরলোক তুমিই আমার;
পাপপুণ্য সকলি ত চরণে তোমার।

৫

পূজি নাই দেবতার পবিত্র চরণ,
পূজিব না যতদিন রহিবে জীবন;
বল কোন্ দেবতার
পূজিব চরণ আর,
আরাধ্য দেবতা মম তুমি প্রিয়তম!
তোমাকেই পাদ্য অর্ঘ্য করিব অর্পণ।

৬

কিবা উষা কিবা সন্ধ্যা কিবা দিনমান,
তোমায় দেবতা ভাবি পূজি অবিরাম;
মরম তন্ময় তায়,
অন্য দেব প্রতিমায়

বসাইতে এ মরমে নাহি বিন্দু স্থান ;
কোথায় করিব অন্য দেব অধিষ্ঠান ?

৭

জগদীশ ! তব পদ সুধা পরশনে
একবৃন্তে দুটী ফুল ফুটেছি দু'জনে ;
যুগল আকুল মন
এক গন্ধে নিমগন,
এইরূপে থাকি যেন ফুটে চিরদিন ;
একত্রে ঝরিয়া নাথ করিও বিলীন।

৮

বিদায়ের কালে এস প্রেম-প্রীতিহারে
বাঁধিয়া জীবনাধিক ! তুষিব তোমারে ;
কি আছে জগতে মম
দিব যাহা প্রিয়তম ?
আছে সুধু মুক্তারূপে অশ্রু যাতনার ;
বিদায়ে গাঁথিয়া মালা—
তাহা দিয়া সাজাইব শ্রীকণ্ঠ তোমার।

৯

তোমার হৃদয় দেখ কত পবিত্রিত,
না জানি কি ত্রিদিবের অমৃতে রচিত ;
হেন স্নেহ প্রীতি-প্রেম,
এমন নিখাদ হেম,

আছে কি গো বিধাতার অপূর্ব্ব সৃজনে ?
কত রত্নোত্তমে বিধি গড়িল যতনে।

১০

নাহি জানি দুঃখিনীর কত পুণ্যফলে
ঢালিয়া দিয়াছ মোহ মরমের তলে ;
সে মোহে মোহিত প্রাণ
বাসনার অবসান,
পাপশূন্য সুপবিত্র সেই পরিমলে
ফুটিয়াছে দেখ আজি হৃদয় কমলে।

১১

চলিলাম প্রিয়তম ! না জানি আবার
কতদিনে হেরিব ও প্রেম-পারাবার ;
কতদিনে এই সুখে
নিরখিব অই মুখে,
কতদিনে জুড়াইব অগ্নি সাহারার,
আবার পূজিব পদ হৃদি দেবতার।

১২

এ বিনোদ ফুলকুঞ্জে ফুটি যূথিহার,
ঢালিবে যে প্রতিদিন সৌরভ সম্ভার ;
গাঁথিব না মালা আর,
শুনিব না পাপিয়ার
কোমল সপ্তম রাগে উন্মত্ত ঝঙ্কার ;

দেখিব না বসি ঘাটে—
আন্দোলিত নীল জলে লীলা চাঁদিমার।

১৩

যাই তবে প্রিয়তম!
প্রতিভাতি চন্দ্রানন হৃদয় দর্পণে,
চলিলাম দেহ ল'য়ে কত শূন্য মনে;
শুষ্ক মালা যূথিকার
দিয়ে যাই উপহার,
রাখিবে কি বিদায়ের এই নিদর্শন,
হেরি মালা এই দিন করিবে স্মরণ?

১৪

চিরদিন এ পূজায় পূজিব তোমায়,
মরম কুসুমাঞ্জলি অরপিব পায়;
মমতা ভকতি চয়
যে দিন হইবে ক্ষয়,
কি বলিব হে বিধাতঃ তুমি দয়াময়,
শত বজ্রাঘাতে চূর্ণ করিও হৃদয়।

১৫

আর নয় দেখ অই পূরব অম্বরে,
তরুণ অরুণ চুমে উষার অধরে;
ক্রমে ক্রমে বেলা হয়,
সময় যে ব'হে যায়,

অধীর তুরঙ্গ হেসে বলদর্পে কত,
জানায় বিলম্বে যান হবে বিফলিত।

১৬

হাসি-মুখে দুঃখিনীরে করি সম্ভাষণ,
আনন্দে বিদায় দাও তুমি প্রিয়তম;
মলিন ক'রোনা মুখ,
বিদরিয়া যাবে বুক,
অবসন্ন দেহ ভার শিথিল চরণ;
কি করিব নিরুপায় 'বিদায়' এখন!

১৭

জগদীশ! করুণার ছায়া প্রসারণে,
ভাল রেখ দুঃখিনীর জীবন জীবনে:
নয়নের মণি মম,
শ্রীচরণে অরপণ
করিয়া চলিনু,—দেব! দুঃখিনী-নয়ন
মণিহারা করিও না, এই নিবেদন!

১৮

যাই তবে, দেখ অই আকাশের গায়,
শশচিহ্ন শশধরে অলক্ষ্যে লুকায়;
বালার্ক-কিরণ দিয়া,
তরুদল সুরঞ্জিয়া,
ঊষার ললাটে শোভে সিন্দূর তপন;
আর নয় যাব দূরে; বিদায় এখন।

বসন্ত পঞ্চমী।

১

প্রকৃতি সমাধি-মগ্না ছিল হ'য়ে অচেতনা,
কি হেতু সমাধি ভাঙ্গি উঠেছে সে বরাননা ?
পূজিতে কাহারে আজি,
রমণীয় দেহ সাজি,
নূতন ভূষণ বাসে সাজিয়াছে বিমোহিনী,
শ্যামল অঞ্চলে বাঁধি কত ফুল সুহাসিনী।
গুঞ্জরি মধুরে অলি
পূরিয়াছে বনস্থলী,
বীজনে চামর ধীরে মলয়ের সমীরণ,
সুগন্ধি কুসুম শ্বাসে সুরভিত ত্রিভুবন।

২

বিচিত্র আসন খানি বিছাইয়া ধরা'পরে,
দূর্ব্বাদলে নীলমণি গাঁথিয়াছে থরে থরে ;
চূত কিশলয় দামে,
প্রকৃতির সুবয়ানে,
কত রুচি ঝ'রে পড়ে কত রুচি নীলাম্বরে,
বসন্তের সুষমায় মুগ্ধ বিশ্ব চরাচরে।
সুকণ্ঠের বীণা মাজি,
তুলিয়া পাপিয়া আজি,

ললিত রাগিণী দিয়ে ঝঙ্কারি গাহিছে গান,
খুলিয়া দিয়াছে আজি জগতের জড় প্রাণ।

৩

বসন্তের আবাহন কোকিল পঞ্চম স্বরে,
আনন্দে মাতিয়া করে অনুরাগে প্রেমভরে ;
আসিয়া বসন্ত-রাণী,
সাজি ফুলে তনুখানি,
বসিয়াছে ফুলময়ী প্রতিকুঞ্জ আলো করি,
জল স্থল হাসিতেছে বসন্ত বসন পরি !
রজতের রেখা মত,
ক্ষীণ চন্দ্র হাসে কত,
বসন্ত কুসুম গন্ধে যামিনী সুগন্ধে ভরা,
গলায় প'রেছে সতি তারা-মালা মনোহরা।

৪

বসন্ত পঞ্চমী আজি এস মাগো শ্বেতাসনে,
আজি যে গো বঙ্গবাসী পূজিবে মা সযতনে ;
কমলা নিদয়া হিয়া,
দয়া মায়া বিসর্জ্জিয়া,
চলিয়া গিয়াছে যে মা অকূল জলধি পারে,
সোণার ভারত-ভূমি পূরেছে মা হাহাকারে।
এস তুমি বীণাপাণি,
জুড়াতে বঙ্গের প্রাণী,

ভারত কমলাসনে এ বসন্তে ব’স দেবি,
পূরাইবে অভিলাষ তব পাদপদ্ম সেবি।

৫

সে দিন কি আছে মাগো আর এই হিন্দুধামে,
বসন্ত পঞ্চমী হেরি পুণ্যপদ অভিরামে;
সাজাইয়া পদ্মপদ,
দিয়া স্ফুট কোকনদ,
ভারতে গাহিবে কবি ত্রিভুবন চমকিয়া,
অমৃতের শত উৎস বীণাতারে ঝঙ্কারিয়া;
শুনি যে অমৃত গান,
জগত মোহিত প্রাণ,
তরুলতা ফলে ফুলে সাজাইবে শ্যামকায়,
উজানে তমসা গঙ্গা প্রবাহিবে যমুনায়।

৬

সে দিন যে গেছে চলি আসিবে কি বল আর,
আঁধার আকাশে পুনঃ ভাতিবে কি চন্দ্রহার;
এস তুমি শ্বেতাসনে,
তব পদ সুকিরণে
জ্যোতির্ম্ময় কর আজি আঁধার ভারত-ভূমি,
বীণাকণ্ঠে সুধা-উৎস আবার ঢাল মা তুমি—
তা হইলে পুনরায়,
আবার ভারতে হায়,

গাহিতে অমর গীত জনমিবে কালিদাস,
আবার গাহিবে কত ভবভূতি বেদব্যাস।

৭

তা হ'লে আবার দেবি, মলয়ের সমীরণে
দুলিবে লবঙ্গলতা মধুকর কুহরণে;
ব্রততী বিতানে বসি,
হেরি প্রিয়া মুখশশী,
পরাবে কমল করে মৃণাল বলয় ভার,
পদ্মগন্ধে ভ্রমরের আশাতীত পুরস্কার;
দেখিব কল্পনা বলে,—
সম্ভাষি জলদ দলে,
সাজাইতে প্রেয়সীরে চূড়াপাশে কুরুবকে,
হস্তে লীলা পদ্মদাম বালকুন্দ সুঅলকে।

৪

পুরাকালে যথা দেবি!
আসিতে কমল-রাণি চিরহাসি মুখে তুলে,
বীণায় জড়িয়া মালা গাঁথি পারিজাত ফুলে;
সেইরূপে এস দেবি,
কমল চরণ সেবি,
সেই দিন দেখিতে যে আবার বাসনা মনে,
সেই সাধ বীণাপাণি পূরিবে কি এ জনমে?

তোমার চরণ স্মরি আছি প্রাণে জীবিত

কোথা হে করুণাময়,
ভব জন চিরাশ্রয়—
তোমার চরণ স্মরি আছি প্রাণে জীবিত।
অসার সংসারে সার,
নিরঞ্জন সারাৎ-সার,
তোমার করুণা-ধারে ত্রিসংসার প্লাবিত।
এ ভব সাগরে যবে,
কাল-বায়ু ভীম রবে
বহিবে,—জীবন-তরি ভয়ে হবে দিশাহারা;
প্রবল তুফানে হরি,
রেখো এই ভগ্নতরি,
দিও পথ দেখাইয়ে হ'য়ে তুমি ধ্রুবতারা।
দুঃখের ধরায় র'য়ে,
দুঃখের জীবন ল'য়ে,
গেহেছি গো অহরহ দুঃখের সঙ্গীত আমি;
আর যেন ভব পারে,
এমনি বিষাদ ভারে,
কাঁদিতে নাহিক হয়—মিনতি জগত-স্বামি।
তব কৃপা শান্তি দানে,
জুড়াইও দগ্ধ প্রাণে,

তোমার চরণছায়া দেহ-অন্তে যেন পাই,—
এ বিনা হে ভবধব আর কিছু নাহি চাই।

চকোরিণী।

১

হে বিধাতঃ! নিদারুণ কেন আজি বল বল;
প্রশান্ত হৃদয় মম করি হেন সচঞ্চল।
হানিলে বিষের বাণ,
বিষ জ্বালা পূর্ণ প্রাণ,
নীলাম্বরে চারুচন্দ্র এই যে হাসিতেছিল;
দেখিতে দেখিতে মরি কেবা তারে লুকাইল?

২

বাসন্তী পূর্ণিমা শশী ঢাকেনাতো জলধরে,
ঢালিয়া রজত ধারা সন্তাপিতে তৃপ্ত করে;
আজি এ পূর্ণিমা নিশি,
জোছনায় ভরা দিশি,
সরসী তটিনী বন মেদিনী জলধি কায়;
অমিয় উচ্ছ্বাসে যেন সকলি ভাসিয়ে যায়।

৩

নীলাকাশ বসুমতী হাসে সুধা বিপ্লাবনে,
কি আনন্দে চকোরিণী সুধা-লোভে ফুল্লমনে—

চারুচন্দ্র পাশে ধায়!
নিদয় জলদ হায়,
প্রসারিয়া চারিদিকে শশী ছবি আবরিল,
তমসের আবরণে ধরাতল আচ্ছাদিল।

৪

চকোরিণী কাঁদে আজি কাতরে আকুলা হায়-
ভগন হৃদয় খানি চূর্ণিত বজ্রের ঘায়;
ঝরিছে নয়ন জল,
ঝরে যথা অবিরল—
হিমাদ্রি-হৃদয়-ভেদী লীলাময়ী নির্ঝরিণী,
বিন্দু বিন্দু বারি ক্রমে হ'য়ে কুল-বিপ্লাবিনী।

৫

ছুটে যায় স্রোতস্বিনী অনন্ত সাগর পানে,
অবিশ্রাম গতি ধায় চাহে না ফিরিয়ে আনে।
এই অশ্রু নদী হায়,
হৃদয় প্লাবিয়ে ধায়,
তরঙ্গে তরঙ্গে কত হতাশ ঝটিকা বলে,
তুমি কি হৃদয় দেব দেখিছ রহস্য ছলে?

মনের এ হা-হুতাশে।

আমি ভালবাসি তারে সে আমারে ভালবাসে,
কাঁদিলে ভাসায় ভূমি হাসিলে অমনি হাসে ;
তার প্রাণে প্রাণ বাঁধা,
সে মম অঙ্গের আধা,
সে যে পূর্ণশশী হ'য়ে বিরাজিছে হৃদাকাশে !
তবুও নয়ন কেন,
অশ্রু বরষিছে হেন,
তবুও যে মিটিল না মনের এ হা-হুতাশে।

কে তুমি ?

১

কে তুমি কোথায় থাকি গাও গান মধুময়,
তোমার সুরবে পাখি পরাণ কাড়িয়া লয় ;
প্রাণের ভিতরে ঢুকে,
কি এক অপূর্ব্ব সুখে,
খুলে দাও মরমের জড়িত-বন্ধন-চয় ;
কে বলে ত্রিদিবে সুধা ? সে সুধু কল্পনাময়

২

নিহিত সুধার খনি তব হৃদি পারাবারে,
নহিলে অমৃত এত বল কে ঢালিতে পারে ?
না হইলে প্রাণ মন,
কেন হয় নিমগন,
অবসাদে এ হৃদয় ভেসে যায় সুধা-সারে,
মিটেনা মনের সাধ যত শুনি বারে বারে !

৩

প্লাবিত কাননতল তব স্বর সুধা-নীরে ;
তোমারে হেরিয়া পাখি এসেছে বসন্ত ফিরে।
আজি শীত অবসান,
গাঁথি ফুলে অভিরাম,
প'রেছে অশোকহার প্রকৃতি কি অভিলাষে !
মৃদুলে অনিল বয় কত বকুলের বাসে।

৪

দলিতা লতিকা ছিল লুটাইয়া ধরাতলে,
আবার বিলাসে কত সাজিয়াছে নবদলে ;
শতভুজ প্রসারিয়া,
উন্মাদ করিয়া হিয়া,
খুলিয়া বিকল প্রাণ জড়িয়াছে তরুবরে ;
প্রকৃতি-প্রণয় এ যে তাই এত শোভা ধরে।

৫

তরঙ্গিণী কত সাধে প্রবাহে বহিয়ে যায়,
নীরবে অনন্য মনে সাগরের দিকে ধায়;
রোধিবে কি হিমাচল
সে চল তরঙ্গ জল?
হাসে শশী নীলাকাশে তারারাণী পাশে তার,
মরি কি বসন্তোচ্ছ্বাসে ঝরে সুধা অনিবার!

৬

দূরান্তরে তুমি পাখি, কেবল চঞ্চল স্বর—
ঝরিতেছে অবিরল ভাসাইয়া বনান্তর,
কত সাধে চেয়ে থাকি,
দেখিতে না পাই পাখি,
কত সুললিত হ'য়ে এ দূরান্তে বনবাসে,
নন্দন-সঙ্গীত রাশি আসে দুঃখিনীর পাশে!

৭

পাবনা কি পুনরায় তোমারে দেখিতে পাখি?
গাহিবে কি সুধু তুমি অই দূরান্তরে থাকি?
অলক্ষ্যে দেবতাবেশে,
তুমি কি বেড়াবে হেসে,
তুষিয়ে প্রকৃতি মন? আমি কি নরক তলে
এমনি করিয়া চির ভাসিব নয়ন জলে?

৮

অথবা অথবা তুমি গাহিতেছ গাও গাও,
থামিও না এ মিনতি শুন মোর মাথা খাও;
ভাসিব নয়ন জলে,
এ চির নরক তলে,
দহিব দহনে চির, তবুও তোমার গান—
শুনিব শুনিব পাখি জুড়াতে দলিত প্রাণ!

৯

জ্বলিতে কাঁদিতে আমি আসিয়াছি ভব-ধামে,
ভস্মস্তূপ হৃদি নিয়ে যাইব সে চির স্থানে;
তব কণ্ঠামৃত দিয়ে,
জুড়াব জ্বলন্ত হিয়ে;
হেন পুণ্য জগদীশ কি আছে এ ভাগ্যে মম,
তা হ'লে জ্বলন্ত ভালে লিখিতে যে অন্যতম।

মহাশ্বেতা।

১

আয় সখি! চল্ যাই ত্যেজিয়া ভবন,
উদাসিনী বেশে বনে করিতে ভ্রমণ;
খুলে ফেলি আভরণ,
ত্যজি বাস এ চিকণ,
পরিব যতনে সখি আজি চীরবাস;
ভিখারিণী রত্নে কোথা করে অভিলাষ?

২

বিমুক্ত করিব আজি সাধের কবরী,
পড়ুক বিশাল ভারে এ দেহ আবরি;
রত্ন-মণি অলঙ্কার,
সাজিবে না দেহে আর,
অনিত্য সুখেতে আর নাহি প্রয়োজন;
বিলাস বিনোদে আজি চির বিসর্জ্জন।

৩

মিটাইতে মরমের সুখের বাসনা,
জ্বলে আজি অনিবার স্তিমিত কামনা;
ছিঁড়ি আশা-ফুল-হার,
আঁখি জল করি সার,
ভাঙ্গিয়া হৃদয় সখি তোমাদের সনে,
জুড়াইব দগ্ধ প্রাণ ফিরি বনে বনে।

৪

জগতে তোমরা বই কেহ নাহি আর,
বরষিতে তপ্ত প্রাণে সান্ত্বনা আসার;
জীবনের সুখ যত,
গিয়াছে জনম মত,
তবে কেন আশা-রাণি আসিবে আবার?
কাঞ্চন কি হয় কভু জ্বলন্ত অঙ্গার?

৫

নাহি কোন আশা আর সংসার ভিতরে,
ডুবেছে আশার তরি কালের সাগরে;
কি আছে কামনা আর?
দেহ যে কঙ্কাল সার!
দুঃখিনী অনন্য-সাধ মৃত্যুর কামনা;
পূরাবে কি সেই সাধ বিধাতা বল না?

৬

কি ফল বিলাপে আর বিফল রোদন,
শ্মশানে বাসর করি করিব শয়ন;
শ্মশানের ভস্ম স্তরে,
মাখিয়া এ কলেবরে,
পতি-প্রেম সুখে সই হইব সুখিনী;
কে বলে আমারে সখি চির-অভাগিনী?

৭

প্রসারিয়া দল রাজি যথা অভিরাম,
তরুদল স্নিগ্ধ ছায়া ক'রে সুখে দান;
যেখানে অমৃত জলে
নির্ঝরিণী বয় কলে,
সেই তরুতলে বসি জুড়াইব কায়;
বিহঙ্গ ললিত গীত শুনাবে আমায়।

৮

প্রবাহিয়া অচলের অঙ্গ অবিরল,
বিন্দু বিন্দু করি ঝরে নির্ঝরের জল;
পতি পদ যুগ স্মরি,
তুলিয়া যতন করি
সেই জল প্রাণ-সখি করিব যে পান;
এ প্রেম পিপাসা প্রাণে হবে অবসান।

৯

স্নেহময়ী জননীর প্রেমার্দ্র বদন,
জনকের ভালবাসা বিশ্বে অতুলন!
ভাবিয়া ব্যথিত মন
হবে যবে উচাটন,
নেহারিয়া অই গিরি-শোভা মনোহর,
জুড়াইব যত জ্বালা প্রাণের ভিতর।

১০

আহা কিবা অভ্রভেদী চারু-দরশন,
উঠিয়াছে গিরি-শ্রেণী বিচিত্র বরণ!
কটি তটে মেঘমালা,
চমকে চপলা বালা!
নিভৃতে প্রকৃতি সতী বসি বিবসনে,
বন-ফুলে মালা গাঁথে আপনার মনে।

১১

নেহারিয়া অচলের শোভা মনোহর,
কল কণ্ঠে বিহঙ্গের অমৃত নির্ঝর—
লতারাণী ফুল কোলে,
আনন্দে অনিলে দোলে!
নেহারিয়া প্রকৃতির শ্যাম মুখ খানি,
জুড়াইব শত তাপে প্রতপ্ত পরাণী।

১২

আয় সই চল্ যাই ত্যেজিয়া ভবন,
অনন্তের স্রোতে সাধ করি বিসর্জ্জন।
এ সংসারে অভাগিনী,
আমি চির ভিখারিণী;
কি কাজ রতন ধনে? কিবা প্রয়োজন-
অনিত্য সংসার পাশে বাঁধিয়া এ মন?

মলিন তারা ।

প্রদোষ কিরণ মাখা,
অলক্ত জলদে ঢাকা,
সুন্দর গগনখানি
নীরব চিত্রের প্রায়

বিষাদে প্রকৃতি রাণী,
হারায়ে নয়ন মণি,
এলায়ে চিকুররাশি,
তিমিরে ডুবায় কায়

কাঁদে সতী অধোমুখে,
মলিনা বিষণ্ণা দুখে ;
নীরবে তমসস্তূপে
আবরিল এ ভুবন।

সাঁজের গগন'পরে,
তুমি তারা যত্ন ক'রে—
আনো রঙ্গে যামিনীরে,
করি কত আবাহন ॥

তব রূপ দূরে ফুটে,
হেরি নিশি আসে ছুটে ;
তমসের কাল বাসে
করি তনু আবরণ

হরিয়া তমস মসী,
ধীরে ধীরে ফোটে শশী ;
পরে নিশি তারা-সিঁথী
শ্যামালকে নিরুপম

ঘুচে তমসের লেখা,
প্রকৃতির হাসি রেখা—
পুনরায় ফুটে উঠে,
মলিন অধর'পরে

সুদূরে আকাশ হাসে,
ধরিত্রী রজতে ভাসে ;
তোমার অধরে সতি,
কত হাসি পড়ে ঝ'রে।

এবে কেন ম্রিয়মাণ,
ম্লান বিভা ও বয়ান ?
এখনতো শশধর
র'য়েছে গগন'পরে।

এখন ত ঊষা হাসি,
আসেনি পূরবে ভাসি ;
তবে কেন হাসি নাই
তোমার ও বিম্বাধরে ॥

ভাবী বিরহের ভয়ে,
তাই কি আকুল হ'য়ে—
ঝরিছে নীহাররূপে
নয়নের অশ্রুজল ?

তাই কি গো তারারাণি!
মলিন বদনখানি—
লুকাইছ ধীরে ধীরে
খুলিয়া জলদ-দল ?

সংসার সমুদ্র।

সংসার সমুদ্রপ'রে যন্ত্রণা তরঙ্গে ভেসে,
জানি না কোথায় আমি যাইতেছি কোন্ দেশে।
সন্তরণ করি এত কূলে উঠিবার তরে,
হইতে পারি না পার অকূল জলধি স্তরে।
নয়নে দেখিতে পাই চারিদিক ধূমাকার ;
ধরাতল নভস্থল চক্রবালে একাকার।

প্রতিকূল সমীরণে কি বিক্রমে ঘুরাইয়া,
বিশাল আবর্ত্তমুখে ফেলিতেছে ক্রমে নিয়া।
আর কি আছে গো আশা, কূলেতে দাঁড়ায়ে কত
দেখিতেছি অভ্রভেদী শৈলমালা শত শত।
নাহি উঠিবার পথ, তবে আর কোথা যাব;
আরো কত কাল ধরি ভাসিয়া ভাসিয়া রব।
তোমারি চরণ ভাবি, এখনও জীবন ধরি
রহেছি ভাসিয়ে হায়! অকূল জলধি'পরি।
অকূল ভবের নীরে তুমি নাথ কর্ণধার;
চরণ তরণী দিয়ে পার কর পারাবার।
তোমারি সৃজিত প্রাণ তোমার চরণ তলে—
রাখিলাম দয়াময় হতাশ্বাসে আঁখি জলে।
মাতৃস্তন্য সনে দেব অমৃতের বিনিময়ে,
দুরদৃষ্টে হলাহল ভরিয়াছি এ হৃদয়ে।
কৌমারে সিন্দূর-বিন্দু মুছিয়া, জনম তরে,
বিসর্জ্জিয়া সুখ সাধ ভেসেছি অকূল নীরে।
প্রভাতে ভেঙ্গেছে প্রাণ—উজানে জীবন জল
বহিয়াছে প্রতিদিন,—বহিতেছে অবিরল।
জীবনের নদী নাথ শুষ্ক কর এইখানে,
এই ভিক্ষা শ্রীচরণে করিতেছি ভগ্ন প্রাণে।
পাপিনী-পাতকরাশি ক্ষমা করি দয়াময়,
ডেকে নিয়া পদতলে দাও নাথ চিরাশ্রয়।

প্রাণের জ্বালা।

১

উহু কি প্রাণের জ্বালা জ্বলিতেছে নিরন্তর;
জুড়াতে কি নাহি স্থান খুঁজিলে এ চরাচর?
উদার গগন অই দিগন্ত প্রসারি কায়,
কে বলেরে শূন্যময়? গ্রহ উপগ্রহ তায়:
বক্ষে ক'রে ধরিয়াছ সবিতা, রজত শশী,
ফুটে থাকে নীল জলে কত তারা সুরূপসী।
কত জলদের দাম চারু অঙ্গে খেলা করে;
অশনি অনল জ্বালি দিগন্তে বিহার করে।
জুড়াতে প্রাণের জ্বালা অনন্ত! সুধাই তোরে,
বিন্দু স্থান দুঃখিনীরে দিবে কিগো দয়া ক'রে?

২

জীবের জননী তুমি করুণার প্রবাহিনী;
হে বসুধে! পালিতেছ কত কোটি কোটি প্রাণী
তরু, তৃণ, লতা, গুল্ম সকলে স্নেহের নীরে,
বক্ষে ক'রে পালিতেছ যতনে মা ধীরে ধীরে।
তপ্ত মরুভূমি কত, কঠিন ভূধর কায়,
নদ, নদী, সিন্ধু কত, তব অঙ্কে শোভা পায়।
মিনতি চরণে তব হে মাতঃ বসুধে রাণি!
দিবে কি মা বিন্দু স্থান জুড়াতে দগধ প্রাণী?

৩

নীলানন্ত নীরনিধি জল রাশি বক্ষে নিয়ে,
উন্মাদ প্রবাহে ছুটে কি তরঙ্গ চঞ্চলিয়ে।
কি উদ্দেশে রত্নাকর সমীরে আকুল প্রাণ,
কার তরে জলনিধি চঞ্চলিত অবিরাম ?
যে হৃদে সন্তাপ-বহ্নি জ্বলিতেছে নিরন্তর ;
সে হৃদে বিরাজ করে অগণিত জলচর।
অনন্ত উদর তব, কত রত্ন থরে থরে
রেখেছ ভরিয়া সিন্ধু নর-আঁখি-অগোচরে।
বারিধি ! সুধাই আজি তোমারে মিনতি ক'রে,
দিবে কি হে বিন্দু স্থান দুঃখিনীরে দয়া ক'রে

৪

অচল অচল হ'য়ে গম্ভীর মূরতি ধরি,
মহাযোগী রূপে বসি, সদা ঊর্দ্ধ বাহু করি।
পরহিত ব্রতে ব্রতী ধন্য হে তাপস বর,
চরণে ধরিয়া ধরা নাম ধর ধরাধর।
কে বলে পাষাণময়, তোমার কঠিন কায় ;
তরু তৃণ লতা গুল্ম তব অঙ্কে শোভা পায়।
তোমার কঠিন হৃদে কেঁদে কেঁদে নদী ফিরে,
পরদুঃখে দুঃখী গিরি অবাধে হৃদয় চিরে,—
দাও পথ দেখাইয়ে, বহে নদী কল স্বরে,
নমি তব পদাম্বুজে ধরার মঙ্গল করে।

হে গিরি! কাতর কণ্ঠে তব পদে ভিক্ষা মাগি,
জুড়াতে জীবন জ্বালা বিন্দু স্থান দিবে নাকি?

৫

পতিত-পাবনী তুমি পুণ্যতোয়া ভাগীরথি,
দীন প্রতি কত স্নেহ কত যে মমতাবতী!
সুকোমল অঙ্ক তব অনন্ত শান্তির ঠাঁই,
এমন করুণাময়ী জগতে যে আর নাই!
সংসার-সবিতা-তাপে তাপিত আকুল প্রাণে,
ছুটে আসে ক্লান্ত জীব মা তোমার সন্নিধানে।
আসে মা বন্ধন ছিঁড়ে মায়াতো করে না কেহ.
অনায়াসে চ'লে যায় মুছি ভব আঁখি লোহ।
তুমি মা করুণাময়ী স্নেহ-ক্রোড়ে তুলে নিয়ে,
জুড়াও পার্থিব জ্বালা অমরা-অমৃত দিয়ে।
সুদূর স্বরগ হ'তে তব অঙ্ক শান্তি গেহ,
সুদরিদ্র কোটিপতি সমভাবে লভে স্নেহ।
অনন্ত নিদ্রার কোলে সুখেতে ঘুমায়ে থাকে:
জননী শিশুর মত স্নেহ বাসে রাখ ঢেকে।
এমন করুণাময়ী জগতে যে আর নাই,
এমন শান্তির ছায়া কোথা গেলে আর পাই।
কোটি জীবে স্নেহে স্থান যে হৃদয়ে দেহ সতি,
বিন্দুমাত্র স্থান দেহ অভাগীরে এ মিনতি?

৬

কেহ তো দিল না স্থান তবে আর কোথা যাব,
এ পোড়া প্রাণের জ্বালা কোথা গিয়ে জুড়াইব ;
কোথা হে করুণাময় তব পদে ভিক্ষা চাই,
আজীবন কাঁদিতেছি, কাঁদিতে যে পারি নাই।
চাহি নাকো ধ্রুবলোক চাহি না গোলোক-বাস ;
চাহি না পার্থিব সুখ, করি না স্বর্গের আশ।
বিশ্বের জনক তুমি, তোমার স্নেহের ছায়া,
রোগী শোকী ভোগী দুঃখী জুড়ায় সকল কায়া
হে বিভো ! করুণা করি শ্রীচরণে দেহ স্থান.
জ্বলন্ত পার্থিব দুঃখ হোক্ চির অবসান।

জাগিবে না।

দিবা সতী দলি পায়,
রবি কেঁদে চ'লে যায়,
কিরণের মালা গাছি ;
পশ্চিমে ভুলে।

অস্থির জলদ দলে,
ছুটে আসে দলে দলে,
পরে সে সুবর্ণ মালা ;
যতনে তুলে ॥

হেমহার খোয়া যায়,
পাখী করে হায় হায়,
বিষাদে ঢাকিয়া মুখ ;
নিভৃতে পশে।

সন্ধ্যার কোমল ছায়া,
শ্যামল প্রকৃতি কায়া,
নীরবে ঢাকিল মুখ ;
মরি কি রসে ॥

রবিকরে তরুলতা,
ছিল সবে আকুঞ্চিতা,
আবার জাগিল ফিরে ;
সাঁজের নীরে।

স্বভাবের গুহা মাঝে,
সলাজে লুকায়ে আছে,
ফুল বধূ মুখ খানি ;
খুলিল ধীরে ॥

তরুশিরে লতা কোলে,
প্রফুল্ল কুসুম দোলে,
সুধীর সমীর আসি ;
সৌরভ লুটে।

পুণ্যপ্রবাহিণী গঙ্গে,
তরঙ্গ তুলিয়া রঙ্গে,
সাগর সঙ্গমে যায় ;
আনন্দে ছুটে ॥

সুতনু ধূসর বাসে,
আবরিয়া সন্ধ্যা আসে,
ধরা-রাজসিংহাসনে ;
বসিল ফিরে।

ত্রিদিব দুয়ার খুলে,
অমরসুন্দরী দলে,
জ্বালিলা রতন বাতি ;
নীল অম্বরে।

মন ক্ষোভে সন্ধ্যাসতী,
দ্রুতবেগে করে গতি,
পাছে ডাকি ঝিল্লিকুল ;
যেওনা বলে

সমীরে ভাসায়ে কায়,
মরম-উচ্ছ্বাসে গায়,
পাপীয়া প্রাণের তারে ;
অম্বর তলে

জাগিল বিশাল বিশ্ব,
হইল নবীন দৃশ্য,
আবার শান্তির ধারা ;
পড়িল ঝ'রে।

সকলে জাগিল হায়,
এ হৃদয় পুনরায়,
জাগিবেনা আর কভু ;
আনন্দ ভরে ॥

কেন প্রাণ কাঁদে।

কেন প্রাণ কাঁদে তাহারি তরে ;
অবোধ এ মন,
মানেনা বারণ,
অন্তস্তলেতে নিয়ত গুমরে।
তার ভালবাসা,
তার স্নেহ-ভাষা,
তাহারি লালসা স্তরে স্তরে ;
জমায়ে জমায়ে,
রেখেছি সাজায়ে,
হৃদয়ের কক্ষে যতন ক'রে।

কি যে আবিলতা,
কি যে আকুলতা,
কি শূন্যতা আছে হৃদয় পুরে ;
প্রেতিনীর ন্যায়,
পাছে পাছে ধায়,
কায়াহীন ছায়া নিকটে দূরে।
কারে যেন চায়,
তারে নাহি পায়,
ফেলে শূন্যদৃষ্টে দীরঘ শ্বাস ;
মরম ব্যথায়,
আকুল হিয়ায়,
ছুটে যায় করি তাহারি আশ।
বসি নিরালায়,
মনে ভাবি যায়,
হৃদি ভেসে যায় নয়ন জলে ;
মুহূর্ত্তের তরে,
সেকি মনে করে,
চির অভাগিনী দুঃখিনী ব'লে ?

স্মৃতি।

নির্ম্মম দলনে দলি,
কতবর্ষ গেছে চলি,
কাল-বক্ষে চিহ্ন রাখি
অতীতে মিশিয়া

এঁকেছে কতই ছবি,
কত শশী কত রবি,
উজ্জ্বল নক্ষত্র কত
গিয়াছে নিভিয়া

ঊষার কোমল ছায়া,
দিবার উজ্জ্বল কায়া,
প্রদোষ-ধূসর-ময়,
তমিস্রা রজনী।

শরত হেমন্ত কত,
নিদাঘ বসন্ত গত,
আঁধার বরিষা ভালে
জ্বলন্ত অশনি!

কত পাখী গেয়ে গান,
মাতায়ে জগত প্রাণ,
অনন্তে চলিয়া গেছে
স্বর-টি রাখিয়া।

কত ফুল ফুটিয়াছে,
পুন তাহা ঝ'রে গেছে,
সিন্ধু-নীরে বিন্দু প্রায়
স্মৃতিটি রাখিয়া।

প্রাণ-অন্ত ভালবাসা,
আশার মোহিনী ভাষা,
নিরাশার নিষ্পেষণ
মান অভিমান।

হাসি কান্না জগতের,
চ'লে গিয়া এল ফের,
আনন্দ বাসর কত
হয়েছে শ্মশান!

কত সুখ কত দুঃখ,
হতাশ্বাসে ভাঙ্গা বুক,
ভেসেছে জগত কত
বিরহ গাথায়।

আনন্দ উল্লাসে ভাসে,
স্তব্ধ বিষাদের ত্রাসে,
ঢেকেছে অরুণ আলো
ঘোর কালিমায়।

হৃদি-যন্ত্র ছিঁড়ে গেছে,
বীণাটি পড়িয়া আছে,
কাঁদিছে চরণ-তলে
লুটিয়া লুটিয়া।

আবার হৃদয় মাঝে,
বিগত প্রমোদ রাজে,
বেঁধেছে নবীন তান
স্বর সংযোজিয়া।

আজি বহুদিন পরে,
মা তোমার অঙ্ক'পরে,
শোক দুঃখ বিমিশ্রিত
হৃদিটি লইয়া,—

আসিয়াছি,—সেই দিন
আছে মা মরমে লীন,
যেই দিন দিয়াছিনু
উৎসটি খুলিয়া।

পড়িয়া চরণতলে,
ভাসি মা নয়ন জলে,
ধরণী রেখেছে বুকে
যতনে তুলিয়া।

সেই অশ্রু-ভরা চোখে,
সেই হতাশ্বাস বুকে,
ছিন্ন ভিন্ন শতধায়,
হৃদিটি লইয়া।

আবার এসেছি ফিরে,
আবার নয়ন নীরে,
ধুয়াব তোমার আজি
চরণ কমল।

সেই বাড়ী সেই ঘর,
সেই নারী সেই নর,
সেইতো র'য়েছে মাগো
আজিও সকল!

সেই রবি শশী তারা,
আজিও র'য়েছে তারা,
দিবা নিশি উষা সন্ধ্যা
ফিরে আসে যায়

সেইতো জাহ্নবী সুখে,
তরি গুলি ধরি বুকে,
তরঙ্গে তরঙ্গ ফেলি,
হেসে চলে যায়।

সেইতো র'য়েছে সব,
কিন্তু যেন কি নীরব,
শ্মশান শ্মশান এযে
ঘোর অন্ধকার!

মস্তক ঘুরিয়া গেল,
চক্ষে নাহি দেখি আলো,
এট্‌নায় হ'ল যেন
অনল উদ্গার!

দাঁড়াইয়া শূন্য ঘরে,
এই যে কাতর স্বরে,
ডাকিতেছি ভাসিতেছি
নয়ন ধারায়।

নীরব সকল ঠাঁই,
সাড়া শব্দ কিছু নাই,
ছিল যে এখন সেই
গিয়াছে কোথায়।

ফুটিল আঁধারে আলো,
আবার চেতনা হ'ল,
শুনিনু মোহিনী কণ্ঠ
জড়ের ভাষায়।

জানিনা কোথায় থেকে,
কে যেন গো ডেকে ডেকে,
বলিতেছে সেতো আর
নাহিক হেথায়।

ছাড়ি ধরণীর মায়া,
ছাড়িয়া পার্থিব কায়া,
অনন্তের কোলে আছে
অনন্ত নিদ্রায়।

প্রতিধ্বনি ঘুরে ঘুরে,
বলিছে গম্ভীর স্বরে,
"অনন্তের কোলে আছে
অনন্ত নিদ্রায়।"

জলে জল-বিম্ব হয়,
ক্ষণেকে মিলায়ে যায়,
ইন্দ্রধনু ছটা যেন
অরুণ বিভায়।

নিদ্রা তো ভাঙ্গিয়া গেছে,
স্বপন জড়ায়ে আছে,
স্মৃতিটি খেলিছে স্বধু
প্রাণের ছায়ায়!!

মিনতি।

১

যামিনি! মিনতি তব যুগল চরণ'পরি,
আইসে না যেন অমা ভীষণা মূরতি ধরি;
সে এলে জগতী তলে,
ছাইবে তমসা-দলে,
শশি-হীনা হব সতি আঁখি-নীর ঝর ঝরি;
এনো না তিমির-রাশি মিনতি লো ও সুন্দরি

২

কি কায হেরিয়া তব আর এ চাঁচর চুলে,
দেখনা,—দিবসমণি প'ড়েছে পশ্চিমে খুলে;
সোহাগ অমৃত নিয়ে,
সযতনে মাখাইয়ে,
বাঁধিবে চিকণ বেণী প্রাণ-মন যাবে ভুলে;
রাখ এ বাসনা তব হৃদয় নিলয়ে তুলে!

৩

ফুরায়ে গিয়াছে বেলা আর খেলা কায নাই,
চল চল প্রিয়তম ত্বরা ক'রে বাড়ী যাই;
আসিয়া ভীষণা নিশি,
এখনি গ্রাসিবে দিশি,
আঁকিয়া ভয়ের ছবি দিগন্তে ছড়াবে ভাই।
ভাসিব আঁখির নীরে,
কেহ না চাহিবে ফিরে,
এ নিবিড় বনান্তরে যদি পথ নাহি পাই;
থাকিতে দিনের আলো চল ফিরে ঘরে যাই!

অশ্রুজল।

আমার নয়নে সদা কেন তুমি অশ্রুজল;
দিবানিশি নিরবধি,
জিনি বরিষার নদী,
আবরি নয়ন ভাতি ঝরিতেছ অবিরল!
কি দোষ ক'রেছি আমি,
চরণে জগত-স্বামি!
এত কাঁদাইয়া তবু মিটেনি মনের সাধ;

কৈশোর গিয়াছে চলি,
যৌবন-কুসুম কলি,
ফুটিয়া ঝরিয়া গেল তবু নাই অবসাদ।
দেখ চেয়ে হে বিধাতঃ,
কি দারুণ শেলাঘাত—
দুঃখিনীর এ হৃদয়ে করিলে কঠিন মনে;
সিক্ত শল্য হলাহলে,
পশিয়া হৃদয় তলে,
বিষে বিষে জর্জ্জরিত করিয়াছ আজীবনে।
জিনি হেম-সরোজিনী,
পরিমলে আদরিণী,
শোভিলাম জননীর স্নেহময় কণ্ঠ-হারে;
ক্রমে দিন গেল চলি,
পূরিল জীবন কলি,
উথলি মাধুরী লীলা লাবণ্যের পারাবারে!
পরিয়া শোভার হার,
চারু রুচি সুকুমার,
অমল যৌবন জলে ফুটিলাম সরোজিনী;
উরসে আনন্দরাশি,
বদনে বিকচ হাসি,
নয়নে ঝলসে কত কি সাধের সৌদামিনী!

আনন্দ উৎসবে মাতি,
হেরিনু আনন্দ রাতি,
আনন্দ বাজনা বাজে ভূষিত ভূষণ জালে ;
আনন্দ বাসরে শুয়ে,
আশা পূর্ণ করি হিয়ে,
ফুল-ডোরে বাঁধি পাণি পরিনু সিন্দূর ভালে।

পোহাল আনন্দ নিশি,
আনন্দে ভাসিল দিশি,
ভাবিলাম আনন্দের মনোহর ধরাতল ;
উষার সানন্দ বিভা,
নয়নে ভাসিত কিবা,
তখন কোথায় তুমি ছিলে বল অশ্রুজল ?

লাজে মাখি মুখ খানি,
অলকে বসন টানি,
চলিনু কুসুম বধূ, চরণে নূপুর বাজে ;
আপন করিতে পরে,
আসিলাম পর-ঘরে,
কত আশা আকাঙ্ক্ষায় মরমে আনন্দ রাজে।

সপ্তাহের অ-পূরণে,
আবার আনন্দ মনে,
ফিরিনু জননী-কণ্ঠে জননী কণ্ঠের হার ;

হৃদয় দর্পণ'পরে,
আনিনু বিম্বিত ক'রে,
একটি অস্ফুট ছবি মাখিয়া অমৃতাসার।
কত সাধ অলক্ষিতে,
প্রবেশ করিল চিতে,
ধূলার শৈশব খেলা করিলাম পরিহার;
সাজি কত আভরণে,
চারু বাস আবরণে,
বিনায়ে কুসুম-হারে বাঁধিনু কুন্তল ভার।
গেল দিন গেল মাস,
কত কুসুমের শ্বাস,
পশিল নিভৃতে আসি দুঃখিনী মরমান্তরে;
কিন্তু কি বিধির লীলা,
ফুরাল সাধের খেলা,
সপ্ত-পূর্ণ-চন্দ্র-হাসি না হাসিতে নীলাম্বরে।
চকোরী সুধার তরে,
না হেরিতে শশধরে,
পূর্ণিমা অমৃত-খনি আবরিল জলধরে;
যৌবনে না দিতে পা,
কপালে মারিল ঘা,
দারুণ বিধির বিধি কে বুঝিবে চরাচরে।

জননীর হাহাকারে,
মিশায়ে নয়নাসারে,
মরমে সাধের লতা জন্ম শোধ ছিঁড়িলাম ;
ঘুচিল স্বপন মম,
কুহেলিকা আবরণ,
আয়তি অয়স ভার শত খণ্ডে ভাঙিলাম।

সকাতরে ধীরে ধীরে,
পশিয়া জাহ্নবী নীরে,
সীমন্তে সিন্দুর বিন্দু ধুইনু জনমমত ;
কবরী যতনে কত
বেঁধেছিনু মনোমত,
কুসুম-জড়িত-বেণী খুলিলাম অবিরত।

খুলিয়া চিকণ শাটী,
সিত-বাস পরিপাটী,
পরিয়া সাজিনু যেন যূথি ফুল-কুলেশ্বরী ;
জগতের সাধ যত,
সেই দিনে করি হত,
র'য়েছি অনল রাশি মরমে মরমে ধরি।

হায়!—

সে অবধি তুমি অশ্রু! ঝরিতেছ প্রতিদিন

শত ধারে দিবা নিশি,
আঁধারে আবরি দিশি,
তব পরশনে দেখ আজি আঁখি বিমলিন !

জনমের সাথী করি,
তোমারে এনেছি ধরি,
তুমি বিনা এ জগতে কে আছে সহায় আর,

আকুলে কাঁদিলে প্রাণ,
জ্বলিলে অনল দাম,
যুড়াও নয়নে ফুটি তুমি তাপ যাতনার।

না জানি অনলে কত,
অনল অচল মত,
পরিপূর্ণ দুঃখিনীর এ হৃদয় নিকেতন ;

এত অগ্নি উদ্গীরণে,
এত অশ্রু বরিষণে,
নিভিল না সেই বহ্নি এ কি বিধি বিড়ম্বন।

তোমারে সহায় করি,
আছি অশ্রু ! প্রাণ ধরি,
যত দিন ভব-লীলা না হইবে সমাপন ;—

ততদিন অনুক্ষণ,
থাকিও নয়নে মম,
দুঃখিনী কাতর কণ্ঠে করিতেছে নিবেদন।

যাইতে সে সুখ-দেশে,
যে দিন জীবন শেষে,
পবিত্র শ্মশান-ভূমে রাখিব এ কলেবর;

শত জিহ্বা পরকাশি,—
চুমিবে অনল রাশি,
পোড়াইবে মর-কায়া প্রসারি উত্তাপ-কর।

সে উত্তাপে অবিরল,
শুকাইও অশ্রুজল,
সে দিন বিদায় দিব তোমায় জনম তরে;

সে দিন মলিন আঁখি,
অমল কিরণ মাখি,
আবার অমৃত-মাখা হেরিব এ চরাচরে।

সমাপ্তে—

জগদীশ! সেই দিন আছে আর কত দূরে;
অনলে জ্বলিয়া হায়,
প্রতিদিন চ'লে যায়,
কত দিন অবিশ্রামে কাঁদিব জগত-পূরে?

অদূরে শ্মশান-ভূমে,
প্রতিদিন চিতা-ধূমে,
কত চিতা জ্বলিতেছে কে করে নির্ণয় তার;

কবে দুঃখিনীর চিতা,
সাজাইবে বল পিতা,
কবে দুঃখিনীর দেহ হবে ভস্মে ছারখার।

তুমি অগতির গতি,
দাও নাথ অনুমতি,
শয়ন করিব অই শ্মশানের চিতানলে ;

জীবনের জ্বালা যত,
পাসরিয়া অবিরত,
মিলাইব জন্ম শোধ তব পদ-শতদলে।

সমাপ্ত